নীলাঞ্জনা।

(ন্যাটক)

শ্রী চারু চন্দ্র মিত্র প্রণীত।

কলিকাতা।

৬২। ২ নং বিডনষ্ট্রীট

ইলিসিয়াম প্রেস হইতে

শ্রীহরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০২ সাল।

বিজ্ঞাপন।

নীলাঞ্জনা প্রকাশিত হইল। রাজস্থানে মহারাষ্ট্রাদিগের উপদ্রব অবলম্বনে ইহা বিরচিত। হিন্দু সন্তান দিগের দুর্ভাগ্য। একদিকে মহারাষ্ট্রকুলচূড়া মহাত্মা শিবজী, রাজপুত ভূপতি মান সিংহকে হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ সহযোগ দানে আহ্বান করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন, আর এক দিকে রাজপুতগণ মুশলমানদিগের ধারাবাহিক অত্যাচার অবনত মস্তকে সহ্য করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল, কিন্তু মোগল সম্রাটদিগের উচ্ছেদ দশায়, মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচারে তাহাদিগের প্রাণ বিয়োগ হইল। সেই যে হিন্দুর সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, পুনরায় উদিত হইবে কি না, কে জানে? ফলত, হিন্দুই হিন্দুর শত্রু—অনৈক্যতাই তাহার বীজ।

এই নাটকের আদর্শ মহাত্মা শেরিডন কৃত নাটক বিশেষ। মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের পক্ষে সমাজ সংস্করণাশা দুরাশা মাত্র। তবে যদি ইহাদ্বারা পাঠকবর্গের কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তরঞ্জন হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

নং নারিকেলডাঙ্গা, ষষ্ঠীতলা লেন্,
কলিকাতা।
১৪ই চৈত্র সন ১৩০২ সাল। } শ্রীগ্রন্থকারস্য-

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ংগ্রাম সিংহ	মিবারের রাণা।
ীমসিংহ	সেনাপতি।
িজয় সিংহ	অন্যতর সেনাপতি।
ুহারি দাস	রাজমন্ত্রী।

অন্য সৈনিক, বালক ও রাজপুত সৈন্যগণ ইত্যাদি।

ালভোজ	মহারাষ্ট্র সেনাপতি।
াম্বক	জনৈক সেনানী।
ােশ	ঐ
ুরজী	সহকারি সেনাপতি।
গাবিন্দ	জনৈক সেনানী।
ুর্গাদাস	মহারাষ্ট্রীয় সাধু।

প্রহরী, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

ীলাঙ্গনা	বিজয় সিংহের স্ত্রী।
ালবাই	কালভোজের উপভোগ্যা।

রাজপুত মহিলাগণ ইত্যাদি।

শুদ্ধি পত্র।

লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম।

[illegible]

বাধিত হইব।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৮	পরিক্রম	পরিক্রমন
৮	১৪	এত অনুরাগ !	এত অনুরাগ
১৫	২২	পরিক্রম	পরিক্রমন
২০	১৩	কাপ্ব	কাঁপ্ব
২৩	৯	বাইজী ! সুরজি	বাইজি ! সুরজী
২৩	১৫	আচ্ছা !	আচ্ছা,
২৯	৭	তোমায় স্মরণ	তোমার স্মরণ
৪০	৬	[বিহারি দাস ও সৈন্যদিগের প্রস্থান।	
৪৩	১	বীহা।	বিহা।
৪৩	১৯	বৃদ্ধ	বৃদ্ধ
৬৪	৫	কথায়	কথায়
৭২	১৩	চক্ষেয়	চক্ষের
৮৭	১২	প্রহর	প্রহরী

নীলাঞ্জনা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—কালভোজের শিবিরের অভ্যন্তর
পর্য্যঙ্কোপরে লালবাই শায়িতা।

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী লুমঝিঝিট— তাল মধ্যমান।

সাধে কি মজেছি, অকূলে ভেসেছি,
যৌবন সঁপেছি।
যে অবধি প্রাণে, হেরেছি নয়নে,
অপরূপ রূপে তাঁর, আপনা ভুলেছি।
বাঁধিতে সে চোরে, নব প্রেম-ডোরে,
আপনি আপন পায়ে, নিগড় পরেছি।

লাল। আহা! সখি মুরলার কি মধুর কণ্ঠস্বর! গান গাচ্ছে যেন অমৃত বৃষ্টি কর্‌ছে। আমার যেন গান শুন্‌তে শুন্[illegible]মে ঘুম আস্‌ছে। এই যে আবার গাচ্ছে—

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল জৎ।

ধীরি ধীরি ধীরি পোহাল রাতি,
ঝুরু ঝুরু বহে মলয় বায়।
কোটী কোটী কোটী ফুটিল ফুল,
কুহু কুহু রবে কোকিলা গায়।
ধীরি ধীরি ধীরি উঠিল ভানু,
দিঠি দিঠি ধরা হাসিয়া চায়।
কুলু কুলু বহে যমুনা বারি,
চল চল ফুল ভাসিয়া যায়।
গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গাহিয়া অলি,
ছুলি ছুলি ব'সে ফুলের গায়।
হাসি হাসি হাসি কুসুম-বালা,
সাদরে ভ্রমরে মধু বিলায়।

লাল। সুন্দর! সুন্দর! সখি কি সুন্দর্ গাচ্ছে!

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান্।

সখি বোলোরে তারে—সখিরে তারে ;
ভালবেসে অবশেষে, ভাসি সদা আঁখি নীরে।
যার করে প্রাণ মন, করিয়াছি সমর্পণ,
সে কেন নিদয় হেন, দেখেনা আমারে।
জীবন-জীবন বিনা, সহিতেছি যে যাতনা,
সে কি তা জেনে জানে না, কহিব কাহারে।

(লালবাই নিদ্রিতা)

(ধীরে ধীরে সুরজীর প্রবেশ, ও লালবাইকে নিদ্রিতা দেখিয়া, চিবুক স্পর্শ করিতে উদ্যত। সহসা লালবাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ, ও সুরজীকে তদবস্থায় দেখিয়া)

লাল। কি দুরাত্মা! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা? শৃগাল হয়ে সিংহের রমণীতে অভিলাষ? বামন হয়ে চাঁদে হাত? আচ্ছা, এর উচিত শিক্ষা সেনাপতির কাছে পাবি।

সুর। বাইজি! ঠিক বলেছ। কালভোজ আমার সেনাপতি, আমি তাঁর অধীন। তিনি আমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন, আমিও তাঁকে বিলক্ষণ জানি। কিন্তু কি গুণে যে তিনি তোমার মন হরণ কল্লেন, তা আমিত ভেবে পাই না।

লাল। বটে? সেনাপতি তোকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন, না? সেই জন্য তুই এরূপ বিশ্বাসের কায করছিস্ বুঝি?

সুর। এক ত নীচকুলে জন্ম, স্বভাবও সেইরূপ। তাতে আবার হিংসুক, দাম্ভিক, পাষণ্ড। কেবল ভাগ্যবশে, অসুরের মত গায়ে কতকটা বল আছে। তা এতেই কি লালবাই মুগ্ধ হয়ে, কি রণে, কি বনে, সর্ব্বত্যাগিনী হয়ে তার সহচরী হলে?

লাল। তাই ত! পাপীর মুখেও আবার ধর্ম্ম কথা যে! সুরজি! তুমি হ'লে কি? বাহবা! বাহবা! যা হোক আমিই যেন ভুল ক্রমেই হোক্, আর তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়েই হোক্, তাঁর সঙ্গিনী হয়েছি, কিন্তু তুমি কি গুন দেখে তাঁর সহকারী হলে বল দেখি? কেবল অর্থের লোভেই নয় কি? কপটতাই এখন তোমার উপায়। তুমি মনে করেছ, আমাকে হস্তগত করতে পারলে, আমার সুপারিশে সেনাপতির বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন হতে পারবে, না?

সুর। দোহাই বলছি, বাইজি, তুমি অন্যায় ভেবেছ। আমার আর কারও উপর কোন কুমতলব্ থাক্, আর নাই থাক্, কিন্তু তোমার উপর কোন কুমতলব্ নাই। যা হোক্, ভগবান এখন তোমাকে ঠাট্টা, বিদ্রূপ করতে দিয়েছেন, এখন ঠাট্টা, বিদ্রূপ কর, কিন্তু নিশ্চয় জেনো—এসা দিন নেহি রহে গা।

লাল। বাহবা! আরও ভাল! সুরজী আবার গনৎকার ও হয়েছে দেখ্ছি যে।

সুর। না, সত্য বল্‌ছি, বাইজি! ঠাট্টা নয়, বলি শোন। কালভোজ গত যুদ্ধে হেরে গিয়ে এবারে তার প্রতিশোধ নেবার জন্য দ্বিগুন সৈন্য নিয়ে, দ্বিগুন উৎসাহে, যুদ্ধ করতে এসেছে। কিন্তু নিজের বলের দিকেই দেখ্‌ছে, শত্রুপক্ষের বলাবল কিছু বিবেচনা কর্‌ছে না। দেখ, এক ত বিদেশ, বিভূমি; পথ, ঘাট, কিছু জানা নাই। তাতে আবার শত্রুরা যেরূপ, কেহ অর্থের লোভে, কি ক্ষমতার লোভে, বিশ্বাসঘাতক হতে চায় না। এ দিকে আবার আমাদের সৈন্য সকলও ক্রমাগত কষ্ট সয়ে সয়ে দিন দিন অধিকতর অসন্তুষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কালভোজ কেবল কিসে নিজের তাঁবুটী ভাল করে সাজাবেন, কিসে তোমার মনোরঞ্জন হবে, তাই নিয়েই ব্যস্ত। তা এতে আর কি আশা করতে পার?

লাল। কেন, অর্থ নষ্ট হচ্ছে বলে তোমার দুঃখ হচ্ছে না কি? তা, তার জন্য ভাবনা কি? শত্রুদের জয় করে অনায়াসে তোমরা সে ক্ষতি পূরণ কর্‌তে পারবে।

সুর। বাইজি! তবে কি তুমি বল লুঠ, তরাজ, আর অর্থলাভই আমাদের উদ্দেশ্য? এই কি বীরনারীর উপযুক্ত কথা হল?

লাল। না, ঈশ্বর জানেন, আমার মনের ভাব তা নয়। তোমাদের যুদ্ধও আমার অভিপ্রেত নয়, আর তার উদ্দেশ্যও আমার চক্ষের বিষ। কিন্তু আমার মনের কথা তোমাদের বল্‌ছি না। তোমাদের সৈন্যের ভিতর, দয়া, মমতা, ধর্ম্মভয়

আছে, একজন ছাড়া আর আমি সেরূপ লোক দেখতে পাই না।

সুর। বৃদ্ধ দুর্গাদাসের কথা বল্‌ছ ত? আরে সেটা ত কাযের বার।

লাল। আহা! আমি যদি আগে সেই সাধু বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পেতেম, তা হলে আর আমার এরূপ দশা হ'ত না।

সুর। হাঁ, তা আমি স্বীকার করছি, তা হলে কালভোজ ওরূপ সহজে তোমাকে হস্তগত করতে পারত না বটে। কিন্তু সে যা হোক, তোমাকে যে, সে হস্তগত করলে কি করে, সে বিষয়ে আমার বরাবর সন্দেহ থাকবে।

লাল। সুরজি! শুনবে? তবে বলি শোন। প্রথমে যখন আমার বালিকা-হৃদয়ে প্রণয় অঙ্কুরিত হল, তখন কালভোজ আমাদের দেশের উপাস্য দেবতা। যার মুখে শুনি, খালি তাঁরই বীরত্ব, তাঁরই সাহস, তাঁরই সুখ্যাতির কথা শুনতে পাই। বস্তুতঃ, তিনি নিজের চেষ্টায়, নিজের উদ্যমে, নিজের বীর্য্যে, বীরপদবীতে উঠেছিলেন। আশৈশব আমি বীরত্বের পক্ষপাতিনী, সুতরাং এরূপ আদর্শ বীরের দাসী হব, আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এখন যা দেখ্‌ছি, তা আর তোমাকে কি বলব।

সুর। আর বলতে হবেনা, আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। তবে এখন এই মাত্র বলছি, যে বিজয়সিংহ তারই পূর্ব্ব সুহৃৎ, তারই শিষ্য; সে যখন রাজপুতদের সেনাপতি, তখন আর তাকে বিজয়ের আশা করতে হবেনা।

(নেপথ্যে ভেরী-নিনাদ)

শাল। চুপ কর, ঐ তিনি আসছেন। ওঃ! শঠতাতে মানুষকে কত বিকৃত করে! তোমার মুখ দেখলে বেশ বুঝা যায়, তুমি কোন অন্যায় কায করছিলে। পার ত শীঘ্র ভাল মানুষের মত মুখ কর, না হলে তাঁর চোখ এড়াতে পারবে না।

(নেপথ্যে কালভোজ। দুরাত্মাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করে রাখগে, আমি নিজেই পরীক্ষা করব।)

(কালভোজের প্রবেশ, সুরজীর অভিবাদন, লালবাইয়ের হাস্য)

কাল। লালবাই! হাসছ যে?

লাল। নিষ্কারণে হাঁসা, আর কাঁদা আমাদের জাতির স্বধর্ম্ম।

কাল। না, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি এর কারণ জানতে চাই।

লাল। বটে, বটে? ভাল, ভাল! আমি প্রতিজ্ঞা বড় ভালবাসি। আমিও প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি তোমাকে কারণ বলব না। দেখি, কার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়। আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা আমার উপর নির্ভর করছে, আর তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা—আমি যতক্ষণ না বলব ততক্ষণ ত নয়।

কাল। ওঃ! খালি বাক্-চাতুরী, বুঝেছি।

সুর। বাইজী আমার ভয়ের কথা শুনে হাসছিলেন—

কাল। ভয়?

সুর। হাঁ। আমি বলছিলেম, বিজয়সিংহ রাজপুতদের এমন শিক্ষিত করেছে———

কাল। বিজয়সিংহ—বিশ্বাস ঘাতক! তার কথা আর আমাকে বোলো না। ওঃ! এক সময়ে আমি ছোঁড়াকে এত ভালবাসতেম যে বলবার নয়। তার মা মরবার সময়ে তাকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, বাবা! এর আর কেহ নাই তুমিই একে রক্ষা কোরো। (দুঃখিত ভাবে লালবাইয়ের পশ্চাতে পরিক্রম) ছোঁড়ার মনে যখন প্রথম বীররসের উদ্রেক হয় তখন আমি জানি। আমি যতক্ষণ যুদ্ধের কথা, বিপদের কথা, পরিত্রাণের কথা বলতেম, সে একমনে, এক ভাবে শুনত; শেষে, শুনতে শুনতে এতদূর উন্মত্ত হয়ে উঠত, যে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত, সসম্ভ্রমে আমার পায়ে পড়ে বলত, আমি আর কোন বীরের মত হতে চাই না, তোমার মত হব।

সুর। এত অনুরাগ! কিসে গেল?

কাল। বৃদ্ধ দুর্গাদাসই সব নষ্ট করলে। সে দিন রাত, দয়া, মমতা, ভ্রাতৃভাব করে করে তার মন বিগড়ে দিলে; শেষে সে যাবার সময়ে কি বলে গেল জান্‌লে, বল্‌লে, আমি স্বজাতির গৌরব পরিত্যাগ করে, উৎপীড়িত, অসহায় ভ্রাতাদের সাহায্যে যাচ্ছি।

সুর। জানি, বিশ্বাসঘাতক স্বজাতির গৌরব পরিত্যাগ করে এখন রাজপুতদলের সেনা-নায়ক।

কাল। প্রথমে হাতে ধরে, পায়ে ধরে, যাতে আমি রাজপুত-

দের সঙ্গে আর না যুদ্ধ করি, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যখন দেখলে, তার অশ্রুজল পাষাণের উপর পড়্‌ছে, পাষাণ তাতে দ্রব হচ্ছে না, তখন অগত্যা তাদের দলে গিয়ে মিশ্‌ল।

সুর। বিশ্বাসঘাতকের প্রতিশোধেরও সময় উপস্থিত হয়েছে।

কাল। হাঁ, এবার আমার সৈন্যবল দ্বিগুণ; এবার সে দেখতে পাবে, তার আচরণে আমি কতদূর সন্তুষ্ট হয়েছি।

সুর। কিন্তু কেও কেও আবার বলে বিজয় সিংহ বেঁচে নাই।

কাল। বিজয়সিংহ? নিশ্চয় বেঁচে আছে। এই মাত্র তার দলের একজন সৈন্য, বন্দী হয়ে, আমার বিচারের অপেক্ষায় আছে। তার মুখে শুন্‌লেম বিজয় সিংহ, আর ভীমসিংহ, ১২ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হয়েছে। আজ রাজপুতেরা সকলে চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরে পূজা দিবার জন্য যেতেছে, আজই উপযুক্ত অবসর; আজ চতুর্ভুজা দেবীর সম্মুখে তাদেরই বলি দিব।

লাল। হায়, হায়, তাদেরই রক্ত আজ তাদেরই দেবালয় রঞ্জিত কর্‌বে?

কাল। তাহাই উচিত। (নেপথ্যে ভেরী-নিনাদ) লাল-বাই! তুমি এখন এখান থেকে যাও।

লাল। কেন, আমি যাব কেন?

কাল। এখানে পুরুষেরা আস্‌ছে, যুদ্ধ-সংক্রান্ত পরামর্শ হবে, এখানে স্ত্রীলোকের থাকা উচিত নয়।

লাল। ওঃ! পুরুষ! পুরুষ!—পুরুষ চিরকালই বিশ্বাস-ঘাতক, আর স্ত্রীলোক চিরকালই সরলা, কিন্তু উৎপীড়িতা। পুরুষগুল মনে করে স্ত্রীলোকগুল তাদের খেলাবার সামগ্রী, খেলা ফুরালেই দূর করে দেয়। না, আমি এখান থেকে নড়্‌ব না।

কাল। তবে থাক, কিন্তু চুপ করে থেক।

লাল। যাদের মনে ভাবনা নাই, তারাই বকে। আমার মুখে একটী কথাও শুনতে পাবে না।

কাল। (স্বগতঃ) তাইত! আজ কাল এ স্ত্রীলোকটার ভাব যেন কেমন কেমন বোধ হয় না? (সন্দেহ সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ, লালবাইয়ের সরল ভাবে দৃষ্টি পুনঃ প্রদান)

(দুর্গাদাস, ত্র্যম্বক, গণেশ ও কতিপয় মহারাষ্ট্র সৈন্যের প্রবেশ)

(নেপথ্যে ভেরী-নিনাদ)

দুর্গা। সেনাপতি! আমরা সকলে তোমার আদেশ মত এখানে উপস্থিত হয়েছি।

কাল। আসতে আজ্ঞা হোক, স্বামিজী,—বন্ধুগণ! সকলে এস। দেখ, এতদিন পরে আমাদের গতযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতি-শোধ নিবার সময় উপস্থিত হয়েছে; এত দিনে, বোধ হয়, আমা-দের পরিশ্রম, আমাদের সকল কষ্ট দূর হল। বিশ্বস্ত চরমুখে শুনলেম, আজ রাজপুতগণ চতুর্ভুজা দেবীর পুজায় ব্যস্ত থাকবে,

আমরা যদি সেই অবসরে তাদের হঠাৎ আক্রমন করতে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা জয় লাভ করব।

এ্যম্ব। এতে কারও অমত নাই, কেন না, আমরা সকলে বিনা যুদ্ধে অকর্ম্মণ্য হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছি ; কাপুরুষের মত আর স্থির ভাবে বসে থাকা শোভা পায় না। যুদ্ধই স্থির, আমরা সকলে প্রস্তুত আছি।

গণে। যুদ্ধ? এক্ষণেই! সমস্ত রাজস্থান উৎসন্ন যাক্।

দুর্গা। হা দয়াময়!

এ্যম্ব। হাঁ, সেনাপতি মহাশয়, এক্ষণেই যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া উচিত বটে, কেন না, তা হলে বিজয়সিংহ আমাদের কষ্ট দেখে আর উপহাস করতে পারবে না, আর আমাদের বল দেখেও ঘৃণা করতে পারবে না।

দুর্গা। বিজয়, ঘৃণা, উপহাস কাকে বলে, তা জানেই না।

এ্যম্ব। বিজয় স্বামিজীর শিষ্য, স্বামিজী তার পক্ষ সমর্থন করবেনই ত।

কাল। সে নরাধম বিশ্বাসঘাতকের কথা বল না, তার নাম পর্য্যন্তও কেহ শুন না। তবে যুদ্ধে তোমরা সকলেই সম্মত আছ?

এ্যম্বক ও গণেশ। হাঁ, আছি।

সৈন্যগণ। যুদ্ধ! যুদ্ধ!

দুর্গা। ওহে মহারাষ্ট্রগণ! এখনও কি তোমাদের পরপীড়ন আশা মিটে নাই? এখনও কি নির্দ্দয় ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হও

নাই? যুদ্ধ? হা অবোধগণ! কার বিপক্ষে যুদ্ধ করবে? যে রাজা তোমাদের এত অত্যাচারে এখনও তোমাদের ঘৃণার চক্ষে দেখতে শিখলেন না, তাঁর বিপক্ষে? না, যে রাজপুতগণ শৌর্য্য, বীর্য্য, সরলতা, দয়া প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণের আকর, যারা পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে সামান্য কীটটী পর্য্যন্ত হিংসা করে না, সর্ব্বদা তোমাদের ভ্রাতৃভাবে দেখে, যারা যুদ্ধে জয়ী হয়েও তোমাদের কাছে সর্ব্বদা সন্ধি প্রার্থনা করে, তাদের বিপক্ষে? তোমাদের লজ্জা করে না? তোমরা আর তাদের কি অবশিষ্ট রেখেছ? সামান্য কয়েকখানি গ্রাম, আর সামান্য কয়েকটী প্রাণ; তাও কি তোমাদের হৃদয়ে সহ্য হল না?

কাল। দুর্গাদাস!—

দুর্গা। কালভোজ! শোন। সৈন্যগণ! তোমরাও শোন। হে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর! তোমার যে বজ্র নিমিষে হিমাদ্রীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে পারে, পৃথিবীর অভ্যন্তর পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করতে পারে, সেই বজ্রের কিঞ্চিৎ শক্তি আমার কণ্ঠে দেও, যেন আমার কথা এই পাষণ্ডদের হৃদয় বিদীর্ণ করে, করুণার উদ্রেক করতে পারে। হে স্বদেশবাসীগণ! হে ভ্রাতৃবর্গ! আমি কাতরে অনুনয় করে বলছি, তোমরা তোমাদের এ ঘৃণিত অত্যাচার হতে বিরত হও, আর নিরীহ রাজপুতদিগকে হত্যা করো না। রে নয়ন! তুই কি আর সময় পেলি নে? এই সময়েই অশ্রুজলে আমাকে অন্ধ করলি? রে অনুতাপ! এই সময়েই আমাকে বাক্যহীন করলি! হে মহারাষ্ট্রগণ! তোমরা আমাকে তোমা-

দের সন্ধির দূত করে পাঠাও, আমি করযোড়ে বল্‌ছি, দেখ্‌বে, তা হলে আমি এক্ষণেই সমস্ত রাজপুত জাতির আশীর্ব্বাদ নিয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আস্‌ব। ওহ্‌! লালবাই! তুমি কাঁদ্‌ছ? কেবল তুমিই কাঁদছ? তবে কি এ দারুণ বিষাদে আর কারও হৃদয় দ্রবীভূত হয় নাই?

এষ্য। এখানে ত আর স্ত্রীলোক কেহ নাই, তুমি আছ, আর বাইজী আছেন।

কাল। এ সব বাক্‌বা এখন রেখে দেও। এ সুযোগ গেলে, পুনরায় আবার পাওয়া কঠিন হবে। সৈন্যগণ! তবে তোমরা সকলে এক্ষণেই যুদ্ধে প্রস্তুত

এষ্য। হাঁ।

দুর্গা। রে রক্তপিশাচগণ! (হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া করযোড়ে) দয়াময়! আমি সংসার-ত্যাগি সাধু হয়ে তোমার পন্থাই অবলম্বন করেছি, আমার স্বদেশবাসীদের সর্ব্বথা আশীর্ব্বাদ করাই উচিত। কিন্তু, নাথ! দেখছি এদের আশীর্ব্বাদ করলে তোমার দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে। তাই, আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ব না, আমি দারুণ মনের দুঃখে তোদের অভিশাপ দিচ্ছি! রে নরঘাতক পামরগণ! তোদের অভিশাপে বজ্রাঘাত হোক! দারুণ অনৈক্যতা, অপমান, পরাজয়, তোদের পৃষ্ঠচর হোক! আজ তোরা যে রক্তপাত করতে উদ্যত হয়েছিস্‌, সেই নিরপরাধীদের রক্ত যেন তোদের, ও তোদের বংশাবলির উপর থাকে,—তোরা যেন কোন কালেও শান্তি লাভ না করিস্‌! আমি চল্লেম—

জন্মের মত তোদের পরিত্যাগ করে চল্লেম। আজ হতে আমি বনে বনে ভ্রমন কর্‌ব, গিরীগুহা আমার বাসস্থান হবে, ফলমূল আমার আহারীয় হবে, ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুগণ আমার সহচর হবে। রে পাপীগণ! যখন তোরা দেহাবসানে শেষে সেই দণ্ডধরের দণ্ডের সম্মুখে নীত হবি, তখন বুঝতে পার্‌বি আজ কি দারুণ দণ্ডাঘাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করেছিস্!

[প্রস্থানোদ্যত]

লাল। (সসম্ভ্রমে দুর্গাদাসের চরণ ধরিয়া) প্রভো! এ কিঙ্করীকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।

দুর্গা। না, অভাগিনী! তুমি এখানেই থাক, আমিই কেবল এস্থানে থাক্‌বার অনুপযুক্ত। হয় ত, দয়া ও ন্যায় যে কাযে পরাজিত, তোমার এই মনোহর রূপ সে কার্য্য সাধন করতে পারবে। যদি তুমি কোনরূপে তোমার রাজপুত ভ্রাতাদের উপর এই দস্যুদের দয়ার উদ্রেক করতে পার, তা হলে, যে দয়া তোমার রাজপুত ভ্রাতাদের উপর প্রদর্শিত হবে, সেই দয়া সেই অনন্ত দয়াময়ের কাছে তুমি পাবে।

[প্রস্থান।

কাল। কি লালবাই! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে যাবে না কি?

লাল। কি বল্‌ব? আমি যেন উন্মাদিনী হয়েছি। তোমাদের নিষ্ঠুরতা, আর সাধু দুর্গাদাসের সততা—বলতে কি, আমার

যেন এতক্ষণ বোধ হচ্ছিল, কোন দেবতা এসে তোমাদের বুঝাচ্ছেন।

কাল। ভাল, ভাল! সৌন্দর্য্যে এ রকম দয়া কখন কখন শোভা পায়।

লাল। কিন্তু দয়া বীরপুরুষে সর্ব্বদাই শোভা পায়।

এ্যস্ব। যা হোক্, সৌভাগ্য যে বুড় আপনা আপনিই সরে পড়েছে।

গণে। আমার বোধ হয় বুড় ওর প্রিয়শিষ্য বিজয়সিংহের কাছে গেল।

কাল। তবে চল, এখন আমরা সকলে যুদ্ধসজ্জা করিগে। বেলা দুই প্রহরের সময় বিপক্ষেরা চতুর্ভুজার মন্দিরে পূজায় ব্যস্ত থাক্‌বে, সেই সময় আক্রমনের সময়। পথ প্রদর্শকদের সঙ্গে পরামর্শ করে, কে কোন পথে কত সৈন্য নিয়ে যাবে, আমি এখনই বল্‌ব। চতুর্দ্দিক থেকে আক্রমন কর্‌লে নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষ পরাজিত হবে, আর তা হলেই জিৎ আমাদের। (লালবাইয়ের উপবেশন)

এ্যস্ব। আর তা হলেই কালভৈরব আমাদের রাজা হবেন।

কাল। না, না, অত ব্যস্ত হলে চল্‌বে না, পেশওয়াকে নামে রাজা রাখতে হবে। পরে যখন তাঁর কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে, তখন রাজ্য আপনা হতেই আমার হাতে আস্‌বে। (লালবাইয়ের উত্থান ও সোদ্বেগে পরিক্রম)

এস। সাবাস্! সাবাস্ সেনাপতি মহাশয়! দেখেছ, বীরত্বের সঙ্গে কতদূর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে!

সুর। (জনান্তিকে লালবাইয়ের প্রতি) শুনছ বাইজী?

লাল। হাঁ, হাঁ, সেই ভাল, বেশ বেশ!

কাল। লালবাই! তুমি রাগ কর্‌ছ? কিন্তু তা মনে কর্যো না, তুমি চিরকালই আমার হৃদয়-রাজ্যের অধিশ্বরী থাক্‌বে। তবে কি জান্‌লে, একটা রাজ্য নিয়ে হচ্ছে কথা, তাই বলছি।

লাল। না, না, আমি রাগ করব কেন? তুমি ত জান তোমার সুখ্যাতিই আমার সর্ব্বস্ব, তা এ কাযে ত তোমার সুখ্যাতির সীমা থাক্‌বে না।

কাল। তোমার কি মনের ভাব আমি বুঝতে পার্‌লেম না।

লাল। না, না, কিছু না—কিছু না। কি জান্‌লে, ও কেবল সপত্নীর উপর দ্বেষ, তা সে জন্য তুমি কিছু মনে কোরো না।

(নেপথ্যে ভেরী-নিনাদ)

যাও! যাও! শীঘ্র যাও! রাজার উপযুক্ত সেনাগণ! তোমরা আর বিলম্ব কোরো না।

কাল। তবে তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে না?

লাল। হাঁ—তাও কি হয়? আমি না গেলে সর্ব্বপ্রথমে তোমাকে রাজা বলে অভিবাদন করবে কে?

(গোবিন্দ রায়ের প্রবেশ।)

কাল। কি গোবিন ? খবর কি ?

গোবি। আমরা ঐ পাহাড়ের উপর থেকে একজন বৃদ্ধ রাজপুত সরদার, আর তার অনুচরকে বন্দী করে এনেছি। ওরা ওখানে কি করছিল বলতে পারি না, কিন্তু হাতে কোন অস্ত্র শস্ত্র ছিল না। জিজ্ঞাসা করাতে বেটা খালি চড়া চড়া কথা বলে।

কাল। এখানে বেটাদের শিক্‌লি দিয়ে বেঁধে টেনে আন, দেখি বেটাদের কত তেজ। (লালবাইয়ের বিমর্ষ ভাবে উপবেশন, গোবিন্দের প্রস্থান ও অনতিবিলম্বে একজন বৃদ্ধ রাজপুত ও তাহার অনুচরকে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া প্রবেশ) কে তুই ?

বৃদ্ধ রাজ। আগে তুই বল্ তোদের দস্যুদলের সরদার কে ?

কাল। কি !—

এ্যম্ব। ওর জিব্‌টা সাঁড়াসী দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলব, নইলে—

বৃদ্ধ রাজ। নইলে ভয় হয় পাছে দুটো সত্য কথা বলি—না ?

গণে। (কালভোজের প্রতি) অনুমতি হয় ত এই তলোয়ার এর বুকে বসিয়ে দিই (অসি নিষ্কাশিত)।

বৃদ্ধ রাজ। তাইত ! এরকম বীরপুরুষ তোদের দলের ভিতর কজন আছে ?

কাল। দেখ্, এই চড়া চড়া কথাই তোর কাল হয়েছে।

আমি নিশ্চয়ই তোকে মেরে ফেল্‌তে হুকুম দিব। যা হোক্, আগে বল্ দেখি তুই কি জানিস্ ?

বৃদ্ধ রাজ। আমি জানি তুই আমাকে মেরে ফেল্‌তে হুকুম দিবি।

কাল। যদি নম্র ভাবে কথা কইতে পার্‌তিস্, তাহলে হয় ত তোর প্রাণ যেত না।

বৃদ্ধ রাজ। আমার প্রাণ বজ্রাহত তরুর মত, রাখবার উপযুক্ত নয়।

কাল। শোন্ বুড়। আমরা এখনই রাজপুতদের আক্রমন করতে যাচ্ছি। শুনেছি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে তোদের দেশে যাবার একটা গুপ্ত পথ আছে, আমাদের সেই পথ দেখিয়ে দে, তা হলে যে পুরস্কার চাইবি, দিব। যদি ধন চাস্—

বৃদ্ধ রাজ। হা—হা—হা!

কাল। তুই কি আমার কথা অগ্রাহ্য কর্‌ছিস্ ?

বৃদ্ধ রাজ। তোকেও কর্‌ছি, তোর কথাকেও করছি। ধন! আমার দুটা বীর পুত্র আছে, তারা স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করছে, এর চেয়েও আর কি অধিক ধন আছে? পুরস্কার? সৎকার্য্যের জন্য যে পুরস্কার তা আমি সমস্ত ভগবানে সমর্পণ করেছি। এখন কেবল একটা ধন আমার আছে।

কাল। কি--সে ?

বৃদ্ধ রাজা। তা বরং আমি তোকে বল্‌ছি, কেন না তা তোর নিবার ক্ষমতা নাই। মনের শান্তি।

(লালবাইয়ের বিশেষরূপে রাজপুতকে নিরীক্ষণ)

কাল। আমার বোধ হয়, তোর মত জোর জোর কথা বল্‌তে পারে, এরকম অন্য কোন রাজপুত তোদের দেশে নাই?

বৃদ্ধ রাজ। আহা! তোর মত নির্দ্দয় যদি তোদের জাতির ভিতর আর কেহ না থাকিত!

গণে। ওরে বর্ব্বর বুড়, তোদের সৈন্যবল কত?

বৃদ্ধ রাজ। ঐ বনের গাছের পাতা গুণে উঠতে পারিস্?

গণে। তোদের সৈন্যব্যূহের কোন দিক অল্প-রক্ষিত?

বৃদ্ধ রাজ। সব দিকই সুরক্ষিত, কেন না আমাদের দিকেই ধর্ম্ম।

কাল। তোদের স্ত্রীলোকদের কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্?

বৃদ্ধ রাজ। স্ত্রীদের স্বামীর বক্ষে, আর পুত্রদের পিতার বক্ষে।

কাল। তুই বিজয়সিংহকে জানিস্?

বৃদ্ধ রাজ। বিজয়সিংহ! জান্‌ব না? আমাদের দেশের রক্ষক, আমাদের জাতির বন্ধু।

কাল। কি করে বিজয়সিংহ এরূপ হল?

বৃদ্ধ রাজ। তুই যা করছিস তাই না করে।

গণে। তোদের অন্যতর সেনাপতি ভীমসিংহটা কে?

বৃদ্ধ রাজ। তা আমি বল্‌ছি, আমি ভীমসিংহের মহত্ত্বের আর বীরত্বের কথা বল্‌তে আর শুন্‌তে ভালবাসি। ভীমসিংহ রাজার কোন নিকট জ্ঞাতি। তিনি আমাদের সৈন্যবলের

জীবন-স্বরূপ। যুদ্ধে শার্দ্দুলের মত, শান্তিতে মেষ শাবকের মত। নীলাঞ্জনার ভীমসিংহের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু তিনি দেখ্‌লেন নীলাঞ্জনার ভালবাসা বিজয়সিংহের উপর, তাই দেখে, তিনি নিজের সুখে চিরকালের মত জলাঞ্জলি দিয়ে, দুজনের দুই হাত একত্র করে দিলেন। এখন তিনি নীলাঞ্জনাকে আপনার ভগিনীর মত দেখেন।

কাল। যা হোক, তোদের ভীমসিংহের সঙ্গে আমাদের শীঘ্র দেখা হবে।

বৃদ্ধ রাজ। না হওয়াই ভাল, কেন না তাঁর সেই উজ্জ্বল চোখের জ্যোতি দেখলে তোরা ভয় পাবি।

গণে। তবে রে বর্ব্বর! মুখ সামলে কথা বলিস্, না হলে তোকেই ভয়ে কাঁপ্‌তে হ'বে।

বৃদ্ধ রাজ। কেন রে দুরাত্মা দস্যু আমি ভয়ে কাঁপব? আমি জীবনে এমন কোন কাব করিনি যাতে ভগবানের সম্মুখে কাঁপ্‌তে হয়, তুই ত নরাধম।

এস্ব। দেখ্ জঙ্গুলে! আর বেশী বাড়াবাড়ী করিস্ নি, তা হলে এই তলোয়ার তোর বুকে বসিয়ে দিব।

বৃদ্ধ রাজ। হাঁ, মেরে ফেল, তা হলে তোর খুব পৌরুষ হবে, লোকের কাছে বল্‌তে পারবি, আমি একজন রাজপুতকে খুন করেছি।

এস্ব। বটেরে পাজি! তোর বাঁচ্‌তে ইচ্ছা নাই? তবে এই নে—

(তরবারির আঘাত)

কাল। থাম! থাম!

এ্যম্ব। বলেন কি সেনাপতি মহাশয? আপনি কি ও বুড় অশ্গুলের কাছে আরও কিছু দুর্ব্বাক্য শুন্‌তে ইচ্ছা করেছিলেন না কি?

কাল। আরে যা! সব মাটী করেছ? একেবারে মেরে ফেল্‌তে হয়? ওর হাত ভেঙ্গে, পা ভেঙ্গে, ক্রমে ক্রমে একটী একটী হাড় গুঁড় করে, এমনি করে মার্‌তুম!

বৃদ্ধ রাজ। ঠিক্ বলেছিস্। (এ্যম্বকের প্রতি) দেখ দেখি নির্ব্বোধ, তুই অধৈর্য্য হয়ে কি কুকায করে ফেলেছিস্। এক ঘায়ে মেরে ফেলতে হয়? দেখ্‌তিস্ তোদের সেনাপতির একটী একটী করে আমার হাড় গুঁড় করে কত ফ্‌র্ত্তি হত, আর আমি কেমন অনায়াসে সে যন্ত্রণা সহ্য করে মরতুম। রাজপুতেরা কিরূপ যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে পারে, দেখা তোর ভাগ্যে নাই।

লাল। (রাজপুতের মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া) ওরে তোরা সব রাক্ষস! দেখ্ দেখি চেয়ে, কি সরল মুখ খানি! আ মরি! মরি! এমন বৃদ্ধকেও এমন করে মারে!—বাবা! তোমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। আহা! তোমার জন্য যে দুঃখ হচ্ছে, অন্তর্যামী ভগবান যিনি তিনিই জানেন।

বৃদ্ধ রাজ। আমার জন্য দুঃখ? দুঃখ কি মা! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, আমি ত এখনই স্বর্গে চল্‌লেম। মহারাষ্ট্রগণ! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি তোমাদের সুবুদ্ধি

দিন, আর আমি যেমন তোমাদের ক্ষমা কর্লেম, তিনিও সেই-রূপ তোমাদের ক্ষমা করুণ।

কাল। যাও। যাও! এঁকে শীঘ্র এখান থেকে নিয়ে যাও! (কতিপয় সৈন্যের মুমূর্ষু রাজপুত বৃদ্ধের দেহ লইয়া প্রস্থান) দেখ এ্যম্বক, তুমি যদি আর কখন এরূপ অধৈর্য্যের মত কায কর, তা হলে—

এ্যম্ব। সেনাপতি মহাশয়! আমাকে মাপ করুণ, ভবিষ্যতে যদি আর কখন আমি এরূপ করি, তা হলে—

কাল। যথেষ্ট হয়েছে, আর বল্‌তে হবে না। ওর পরিচারককে শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে ছেড়ে দেও। ও গিয়ে বল্‌তে চায় রাজপুতদের উপর আমরা কিরূপ দয়া প্রদর্শন কর্‌ছি, আর করব। (নেপথ্যে সৈন্য-পদশব্দ) ঐ শোন, সৈন্যরা অগ্রসর হচ্চে।

অনুচর। (বন্ধন মুক্ত হইয়া লালবাইয়ের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে জনান্তিকে) আপনার অনুগ্রহে আমার প্রভুর মৃতদেহের উপর যেন কোন অত্যাচার না হয়।

লাল। (জনান্তিকে) বুঝেছি।

অনুচর। (জনান্তিকে) প্রভুর সন্তানেরা পিতৃহন্তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে না পারলেও, আপনার অনুগ্রহ কখন ভুল্‌বে না। (প্রস্থান)

কাল। ও বাঁদীর বাচ্চা কি বলে?

লাল। ও যাবার সময়ে তোমার অনুগ্রহের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে গেল।

কাল। চল বন্ধুগণ! এখন আমরা পথ প্রদর্শকদের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হই গে।

[সুরজীও লালবাই ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

সুর। এই সব মহামারী ব্যাপার দেখে, বাইজি, আমি কি আশা করতে পারি না?

লাল। কি বলব? আমি দেখে শুনে হতবুদ্ধি হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, আমি এই ভয়ানক স্থান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।

সুর। কেন, বাইজী! সুরজি কি তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না?

লাল। আমার রক্ষা করা, আমার প্রতিশোধ নেওয়া, তোমার সাধ্য কি?

সুর। আমি তোমার জন্য সব করতে পারি। বল ত এই দণ্ডেই সেনাপতির মুণ্ড তোমার কাছে এনে দিই।

লাল। আচ্ছা! একথা এখনকার নয়, এর পর হবে, এখন তুমি যাও। (সুরজীর প্রস্থান) হা কপাল! এমন বিশ্বাস-ঘাতকের সঙ্গে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আবার আমাকে পরামর্শ করতে হল! যে নরাধম বিশ্বস্ত প্রভুর নিকট বিশ্বাস-ঘাতক, তার হৃদয়ে কি কখন পবিত্র প্রণয় স্থান পেতে পারে?— কালভোজ আমাকে পরিত্যাগ করবে। হাঁ, আমি বেশ বুঝতে পারছি, তার মনের ইচ্ছা ঐ। আমি তার জন্য কুল, ধন, মান, আত্মীয়, স্বজন, সকলই পরিত্যাগ করলেম, আর সে কি না

শেষে—না! আমাকে আরও কিছু দিন মনের ভাব মনে গোপন করে দেখ্‌তে হবে, দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে মরে। ওরে নির্দ্দয় পুরুষ জাতি! তোরা যে পরিণীতা ভার্য্যার পবিত্র প্রণয়ে পদাঘাত করে, ক্ষণিক বিলাসের জন্য পরদার করিস্, তোরা কি কখন ভাবিস, যে পবিত্র প্রণয় প্রতিদান না পেলেও প্রণয়িণীর মনের শান্ত থাকে; কিন্তু যে রমণীগণ তোদের জন্য কুলশীলমানে জলাঞ্জলি দিয়ে কুপথগামিনী হয়েছে, তারা প্রণয়ের প্রতিদান না পেলে, তাদের কি অবশিষ্ট থাকে?—প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! সাবধান লম্পটগণ! সাবধান!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নদীতট। চতুর্দ্দিকে বন ও পর্ব্বতমালা।

(নীলাঞ্জনার শিশু সন্তানের সহিত ক্রীড়া,

বিজয়সিংহের সস্নেহে দৃষ্টি।)

নীলা। নাথ! বল দেখি, খোকা ঠিক তোমার মত হয়েছে না?

বিজ। আমার মত নয়, ঠিক তোমার মত হয়েছে। তোমারই রূপ, তোমারই মাধুর্য্য, তোমারই হাসি।

নীলা। তা হোক্, কিন্তু চুলগুলি দেখদেখি, ঠিক তোমার চুলের মত কাল, আর কোঁকড়া কোঁকড়া নয়? চোখ দুটিও আবার ঠিক তোমারই মত নীল, উজ্জ্বল। (শিশুকে ক্রোড়ে চাপিয়া ধরিয়া) ওরে আমার ধন, আমার যাদু, আমার আঁধার ঘরের মাণিক!

বিজ! আমার হিংসা হচ্ছে। খোকা আমার ভালবাসায় ভাগ বসিয়েছে। ও আলিঙ্গন আগে আমারই ছিল।

নীলা। না, না, প্রাণেশ্বর, তোমার ভাণ্ডার থেকে কিছু কমে নি। জননীর সন্তানের উপর স্নেহ, স্বতন্ত্র। এতে বরং জনকের উপর ভালবাসা আরও গাঢ় করে।

বিজ। তা আমি জানি, আমি তামাসা কর্‌ছিলেম।

নীলা। দেখ নাথ! খোকার শীঘ্র কথা ফুটবে। তা হলে আমার তিনটী আহ্লাদের ভিতর শেষ আহ্লাদের দিনটী আসে।

বিজ। প্রাণেশ্বরি, সে তিনটী আহ্লাদ কি, কি, আমাকে বল না।

নীলা। প্রসবান্তে পুত্রমুখ অবলোকনে যে আনন্দ, তা আমি ছেড়ে দিচ্ছি, কেন না তাতে কিছু স্বার্থ মিশান আছে; কিন্তু যখন শিশুর ছোট ছোট দুর্ব্বাঙ্কুরের মত কুরকুরে দাঁতগুলি উঠতে থাকে, তখন জননীর মনে যে অপার আনন্দ, সেইটী প্রথম। দ্বিতীয়, যখন শিশু হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে, টল্‌তে টল্‌তে, পিতার কোল থেকে মাতার কোলে দৌড়ে যেতে শিখে। আর তৃতীয়, যখন শিশু মধুমাখা আধ আধ স্বরে মা মা বলে ডাক্‌তে পারে।

বিজ। মরি! মরি! প্রাণেশ্বরি! তোমার কি মধুর কথা। শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

নীল। দেখ নাথ! আমি এই অমূল্য ধন টুকু পেয়েছি বলে, রাত দিন ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিজ। আর বন্ধুবর ভীমসিংহও আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন।

নীলা। হাঁ, ভীমসিংহের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। নাথ! তুমিও কি কৃতজ্ঞ?

বিজ। প্রিয়ে! তা আবার একবার করে জিজ্ঞাসা করছ? শত সহস্রবার।

নীলা। তবে আজ কাল রাত্রে দেখতে পাই, বিছানায় শুয়ে অত ঘন ঘন পাশ ফের কেন? অত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন?

বিজ। প্রিয়ে! জাননা কি, আমাকে স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে?

নীলা। কেন, তারা ত দিন রাত্রি আমাদের মৃত্যু কামনা করছে? কিসে আমাদের অনিষ্ট হবে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে? মানুষেরা কি পরস্পর ভাই ভগিনী নয়?

বিজ। আচ্ছা, নীলাঞ্জনা! তারা যদি যুদ্ধে জয়ী হয়?

নীলা। তা হলে, আমি তোমার সঙ্গে পাহাড়ে পালাব।

বিজ। তুমি ছেলে নিয়ে কি করে দৌড়বে?

নীলা। আ পোড়া কপাল! কোন বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য পালাবার সময়ে, কি মার কাছে ছেলে ভার বলে বোধ হয়?

বিজ। প্রিয়ে! তোমার কি ইচ্ছা নয় আমি নিরুদ্বেগ হই?

নীলা। তা আবার নয়?

বিজ। তবে তুমি কেন খোকাকে নিয়ে, অন্যান্য রাজপুত মহিলারা রাজার আজ্ঞায় যে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, সেই পাহাড়ে যাও না।

নীলা। না নাথ, তোমায় ছেড়ে আমি যেতে পার্‌ব না, ঐটী আমাকে মাপ কর। ভেবে দেখ, তা হলে প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার অনিষ্ট-পাত ভয়ে আমার কি ভয়ানক যাতনা বোধ হবে। আর মনে কর, যদি তুমি যুদ্ধে আহত হলে, কে তোমার সেবা শুশ্রূষা কর্‌বে?

বিজ। কেন, ভীমসিংহ ত আমার সঙ্গে থাক্‌বেন?

নীলা। হাঁ, ঘোরতর যুদ্ধের সময়ে তিনি তোমার সঙ্গে থাক্‌বেন বটে, আর তোমার কোন অনিষ্ট ঘট্‌লে তিনি তার প্রতিশোধও নিবেন, কিন্তু তিনি ত তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন না। আর তাই বা বলি কেন, হয় ত যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে, তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করেও যেতে পারেন, কিন্তু আমি ত কখন তোমার কাছ ছাড়া হব না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ছায়ার মত তোমার পাশে পাশে থাকব। তাই বল্‌ছি, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, এরূপ আজ্ঞা আমাকে করো না।

বিজ। তবে তাই হোক্‌। আহা! সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, কোমলতা, সাহস, সব কি একাধারে মিশ্রিত হয়েছে! পৃথিবীতে কি এমন কেহ নির্ব্বোধ আছে, যে সুখের আশায়, পবিত্র প্রেমকে উপেক্ষা করে অন্য পথ অবলম্বন করে?

নীলা। নাথ! তোমার কথায় যে কতদূর সুখিনী হলেম, তা বলে জানাতে পারি নে। (নেপথ্যে কোলাহল) মহারাজ এই দিকে আস্‌ছেন।

বিজ। না, ও চতুর্ভুজার মন্দিরে পূজার সময়ে যে সৈন্যেরা

মন্দির রক্ষা করবে তাদেরই কোলাহল। এই যে বীরেন্দ্র-কেশরী ভীমসিংহ এই দিকে আস্‌ছেন।

(নেপথ্যে ভীম। মহারাষ্ট্রা সৈন্যদের সম্মুখে যে পাহাড়, ওদের নিয়ে গিয়ে সেই পাহাড়ে রাখ।)

(ভীমসিংহের প্রবেশ।)

নীলা। এই যে দাদা, আসুন্‌।

বিজ। হায়! বন্ধুবর! তোমায় ঋণ যে আমি কি করে শুধ্‌ব, তা ভেবে পাই না।

ভীম। বিজয়! ও কথা কেন? ও কথা কেন? তোমরা পরস্পর সুখে থাক, তা হলেই আমার ঋণ দ্বিগুণ পরিশোধ হবে।

নীলা। দাদা! আমার খোকাকে দেখ। এ আমার বত্রিশ নাড়ি ছেঁড়া ধন। বড় হলে, এ যদি তোমাকে আপনার পিতার মত না দেখে, তা হলে আমার অভিশাপ একে ফল্‌বে।

ভীম। ছি! ছি! ও কথা বলনা—ও কথা বলনা। কেন, আমি তোমাদের কি করেছি, যে তোমরা দুজনেই আমার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পাগল? নীলাঞ্জনা! তোমার প্রতি আমার প্রণয় নিঃস্বার্থ ছিল, খালি তোমার সুখই অন্বেষণ করত; এখন তুমি সুখিনী হয়েছ, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট, এর চেয়েও আর আমি অধিক কি আশা করতে পারি? যা হোক, কিন্তু তোমাকে আমার একটী কথা রাখ্‌তে হবে, অন্যান্য

রাজপুত কামিনীরা ঐ পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, তুমিও ঐ খানে যাও।

নীলা। কেন আমি তোমাদের মত দুজন সেনাপতির কাছে কি নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌ব না?

ভীম। না। আমরা শুনেছি, আজ আমরা যখন চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরে পূজায় নিযুক্ত থাক্‌ব, সেই সময়ে কালভোজ হঠাৎ এসে আমাদের আক্রমন কর্‌বে সঙ্কল্প করেছে। তুমি থাক্‌লে, আমাদের কার্য্যের ব্যাঘাত হবে বই কোন সাহায্য হবে না।

নীলা। ব্যাঘাত?

ভীম। হাঁ, তুমি জান ত, তা হলে আমাদের মন তোমার কাছেই পড়ে থাক্‌বে। আমরা তোমাকে রক্ষা কর্‌ব, না যুদ্ধ কর্‌ব?

বিজ। বন্ধুবর! ঠিক বলেছ। আমি এতক্ষণ এ কথা নীলাঞ্জনাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পার্‌ছিলুম না।

নীলা। দেখ, তোমাদের আন্তরিক স্নেহের কথা শুনে অবশ্য আমার আহ্লাদ হচ্ছে, কিন্তু কেন যে তোমরা যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বে না, কিসে যে তোমরা বীরত্ব শূন্য হবে, তাত আমি কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।

ভীম। তুমি মা। ছেলের বিপদ ঘট্‌তে পারে, একথা ত বুঝ্‌তে পার্‌?

নীলা। (সস্নেহে সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) আর

বল্‌তে হবে না, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আমাকে যা কর্‌তে বল্‌বে, তাইতেই রাজী আছি। তোমাদের যেখানে ইচ্ছা হয়, আমাকে রেখে এস।

বিজ। প্রিয়ে! তোমার কথা শুনে বড় সুখী হলেম। (নেপথ্যে পদশব্দ) ঐ শোন, মহারাণা মন্দিরে আস্‌ছেন। ভীম সিংহ! তুমি বল্‌ছিলে না, শক্রদের হঠাৎ আক্রমন কর্‌বার কথা আছে? শুন্‌তে পাচ্ছি, আমার একজন অনুচরকে পাওয়া যাচ্ছে না। শক্ররা তাকে বন্দী করে নিয়ে গেল, কি সে নিজেই নিমকহারামী করে শক্রদলে গিয়ে মিশ্‌ল, বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

ভীম। তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমরা সর্ব্বত্রই প্রস্তুত আছি। নীলাঞ্জনা চল, আগে তুমি আমাদের সঙ্গে গিয়ে চতুর্ভুজা দেবীর কাছে আমাদের বিজয় প্রার্থনা কর্‌বে। সতী স্ত্রী, আর স্নেহময়ী জননীর প্রার্থনা, সর্ব্বাগ্রে দেবীর কাছে পৌঁছায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—চতুর্ভুজার মন্দির।

পুরোহীত আসীন।

(একদিক দিয়া রাণা সংগ্রামসিংহ ও কয়েকজন রাজপুত যোদ্ধার প্রবেশ, ও অপর দিক দিয়া বিজয়সিংহ, ভীমসিংহ, ও শিশু ক্রোড়ে নীলাঞ্জনার প্রবেশ।)

রাণা। বিজয়সিংহ, কুশল? (ভীমসিংহের প্রতি) ভাগিনেয়, কুশল? (নীলাঞ্জনার প্রতি) নব প্রসূতা জননীর, আর ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানের কুশল?

নীলা। চতুর্ভুজা দেবী মহারাজের মঙ্গল করুন।

রাণা। প্রজাদের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল।—বন্ধুগণ! আমাদের সৈন্যবল কিরূপ?

ভীম। যেরূপ মহৎ কার্য্যে তারা ব্রতী, আমাদের সৈন্যবলও সেইরূপ। যুদ্ধে জয়, কি মৃত্যুই তাদের কামনা।

রাণা। ভীমসিংহ! তুমিই সর্ব্বদা মিবারের সৈন্যদিগকে বিজয় পথে নিয়ে গিয়েছ, অতএব তুমিই এখন তাদের উৎসাহ বর্দ্ধন কর।

ভীম। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। সৈন্যকুল, ভ্রাতৃবর্গ! মহারাজ আজ তোমাদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য আমাকে নিয়োজিত করেছেন, কিন্তু আমার বোধ হয় তাহা নিষ্প্রয়োজন। কেন না,

তোমাদের ভিতর এমন কে কাপুরুষ আছে, যে স্বীয় বৃদ্ধ জনক জননী, বালক বালিকা, কি সহধর্ম্মিণীকে রক্ষা কর্‌বার জন্য স্বতঃই না উৎসাহিত হবে? এই মিবারে অসংখ্য বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা কেহই স্বদেশের জন্য প্রাণদানে কুণ্ঠিত হন নাই; তোমরা কি তাদের সন্তান হয়ে, রণে পরাঙ্মুক হবে? সিংহের শাবক হয়ে, শৃগাল হবে? কখন না—কখন না। মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন! তোমরা হলদীঘাটের যুদ্ধের কথা স্মরণ কর। দিওয়ারের যুদ্ধের কথা স্মরণ কর। মুসলমান সৈন্য হতে যে বিপদ, আজ মহারাষ্ট্র সৈন্য হতেও সেই বিপদ উপস্থিত। মহারাষ্ট্রীয়েরা বিদেশ জয় করতে এসেছে, আমরা স্বদেশ রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না? যদি না পারি, আমরা কাপুরুষ, আমরা মনুষ্য নামের অযোগ্য, মৃত্যুই আমাদের শ্রেয়।

সৈন্যগণ। কৈ মহারাট্টারা? আসুক, আমরা সকলে যুদ্ধে প্রস্তুত আছি। মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন!

(বিহারিদাসের প্রবেশ।)

বিহা। বিপক্ষেরা এসেছে।

রাণা। কত নিকটে?

বিহা। পাহাড়ের চূড়া থেকে আমি তাদের সেনানিবেশ দেখ্‌ছিলাম; দেখ্‌লেম, ক্রমে তারা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে লাগ্‌ল, আর আমাদের শূন্য শিবিরের দিকে দ্রুত আস্‌তে লাগল। বোধ হয়, আমাদের আজ্‌কার পূজার সংবাদ তারা পেয়েছে।

ভীম। তারা না আস্‌তে আস্‌তেই, আমরা তাদের পথ রোধ কর্‌ব।

রাণা। তবে, নীলাঞ্জনা! তুমি ছেলে নিয়ে ঐ পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেও।

নীলা। হা প্রাণনাথ!

বিজ। প্রিয়ে! ভাবনা কি? শীঘ্রই আবার দেখা হবে।

নীলা। তবে আমরা বিদায় হবার পূর্ব্বে, আমাদের আর একবার আশীর্ব্বাদ কর।

বিজ। সেই সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন তোমাকে, আর আমার পুত্রকে রক্ষা করুন। তোমাদের মঙ্গল হোক্‌।

রাণা। শীঘ্র! শীঘ্র! এখন প্রতি মুহূর্ত্তই অমূল্য।

নীলা। নাথ! তবে আসি। মনে থাকে যেন তোমার প্রাণ এখন আমার।

ভীম। (নীলাঞ্জনাকে যাইতে দেখিয়া) এ হতভাগাকে কি একেবারে ভুলে গেলে? একটা কথাও বলে গেলে না?

নীলা। (ফিরিয়া) না—না—ভুল্‌ব? মা রণকালী আপনার মঙ্গল করুন। যুদ্ধে তিনি আপনার সহায় হোন্‌। কিন্তু আমার একটী প্রার্থনা আছে। আমার পতি যেন আমি ফিরে পাই।

[শিশুক্রোড়ে নীলাঞ্জনার প্রস্থান।

রাণা। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) সৈন্য কুল! সেনাপতি গণ! আমি তোমাদের সাহস জানি, কিন্তু যদিই আজ কোন দুর্ঘটনা হয়, মনে থাকে যেন, মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন!

আর যদি রণদেবী আমাদের উপর প্রসন্না হন, তা হলে বীরের প্রধান ধর্ম্ম, দয়া, কেহ ভুল না। বিজয়সিংহ! তুমি পর্ব্বতের পথ সকল গিয়ে রক্ষা কর। ভীমসিংহ! তুমি বনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি কর। আমি সসৈন্যে শত্রুদের সম্মুখীন হব, আর যে পর্য্যন্ত না প্রজাগণকে উদ্ধার করতে পারি, কি যুদ্ধে পতিত হই, সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ করব। জয়! চতুর্ভুজা দেবীর জয়! মা রণকালীর জয়!

[সকলের যুদ্ধযাত্রা।

তৃতীয় দৃশ্য—চতুর্ভুজার মন্দির ও শিবিরের মধ্যবর্ত্তী বন।

(ভীমসিংহ ও বিজয় সিংহের প্রবেশ।)

ভীম। ভাই! আমরা এখানে দুজনে ছাড়াছাড়ি হলেম, আবার শীঘ্র দেখা হবে।

বিজ। হয় ত, এ জন্মে এই পর্য্যন্ত—কে বলতে পারে? প্রাণের বন্ধু! একটু বিলম্ব কর, এই সময়ে আমি তোমাকে গুটিকত কথা বলে যাব।

ভীম। যুদ্ধ ব্যতিত ভাষায় এখন আর অন্য কি কথা আছে?

বিজ। আছে, নীলাঞ্জনা।

ভীম। নীলাঞ্জনা? কি বল্‌বে বল।

বিজ। পরমুহূর্ত্তেই হয়ত—

ভীম। জয়, না হয় মৃত্যু।

বিজ। হয় ত একজন ফির্‌ব, অপরকে আর ফির্‌তে হবে না।

ভীম। কিম্বা হয়ত দুজনেই ফির্‌ব না।

বিজ। যদি তাই হয়, তা হলে আমার স্ত্রী পুত্রকে ভগবানের হাতে সমর্পন করছি। কিন্তু যদি কেবল আমারই মৃত্যু হয়, তা হলে আমার স্ত্রীপুত্র রৈল, দেখো। আমি তোমারই হাতে তাদের সমর্পণ কর্‌লেম।

ভীম। ও কি বিজয়? ও কি কথা বল্‌ছ? ও সব ভাবনা এখন পরিত্যাগ কর।

বিজ। কি বল্‌ব, ভীমসিংহ! কে যেন আমাকে বলে দিচ্ছে, এ যুদ্ধে আমি আর ফির্‌ব না। যত ভাবি ও কথা আর ভাব্‌ব না, কিন্তু কোন মতেই ও ভাবনার হাত এড়াতে পাচ্ছি না।

ভীম। বিজয়! তোমার বিপদ, আর আমার বিপদ, স্বতন্ত্র নয়। তবে তুমি যা বল্‌ছ, একান্ত যদি তাই হয়, তা হলে নীলাঞ্জনা রক্ষকশূন্যা হবে না। এখন চল, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নিজ নিজ বীরত্বের পরিচয় দেওয়া যাক্।

[উভয় দিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—রাজপুত শিবির।

(একজন বৃদ্ধ অন্ধ ও একটী বালকের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। কেহ শিবিরে ফিরে আসেনি ?

বালক। কেবল একজন দূত ফিরে এসেছে। মন্দির থেকে সকলেই শক্রদের আক্রমন করতে গিয়েছে।

বৃদ্ধ। ঐ শোন দেখি—যুদ্ধের কোলাহল শুনা যাচ্ছে না ? আহা! যদি আমার চোখ থাকত, তাহলে আমি যুদ্ধে গিয়ে অনায়াসে বীর পুরুষের মত মরতে পারতেম।—আমরা কি এখানে কেবল দুজনেই আছি ?

বাল। হাঁ।—মা রণকালী আমার পিতার মঙ্গল করুন।

বৃদ্ধ। তোমার পিতা তাঁর কর্ত্তব্য কাজ করছেন। আমার ভাবনা তোমার জন্য।

বাল। কেন দাদা! আমি ত তোমার কাছেই আছি ?

বৃদ্ধ। যদি শক্ররা আসে, তাহলে যে তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে।

বাল। দাদা! তা কি করে হবে? তারা কি দেখতে পাবেনা, একে তুমি বৃদ্ধ, তাতে তোমার চোখ নাই, আমি না হলে তোমার চলে না ?

বৃদ্ধ। তুমি বালক, ওরা যে কতদূর নিষ্ঠুর তা তুমি জান না। (নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ) নিকটেই শব্দ হল, না ? আমি স্পষ্ট বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলেম। (দূরে কোলাহল)

এই যুদ্ধ কোলাহল শুনে আমার হাত আপনা আপনিই তলোয়ার ধর্‌তে ব্যগ্র হচ্ছে। মন যে কিরূপ ব্যাকুল হচ্ছে, বলতে পারি না। হায়! স্বদেশের হীতের জন্য ভগবানের কাছে একমনে প্রার্থনাই এখন আমার একমাত্র সম্বল! মা রণকালী আমাদের প্রজাভক্ত রাজা, আর তাঁর সৈন্যদের রক্ষা করুন।

বাল। দাদা! দাদা! কতকগুলি সৈন্য পালাচ্ছে।

বৃদ্ধ। ওরা কি মহারাষ্ট্রীয়?

বাল। না, রাজপুত্‌।

বৃদ্ধ। কি, রাজপুত্‌ সৈন্য যুদ্ধ স্থল থেকে পালাচ্ছে? তা কখন হতে পারে না।

(দুই জন রাজপুত সৈন্যের প্রবেশ)

এই বুঝি সেই সৈন্যেরা? ওদের জিজ্ঞাসা কর ত ওরা কোথা থেকে আসছে, আর যুদ্ধের খবর কি?

সৈন্য। আমরা দাঁড়াতে পারি না। পাহাড়ের পাশে যে মজুদ সৈন্য আছে, আমরা তাদের খবর দিতে যাচ্ছি। যুদ্ধ আমাদের অনুকূলে নয়।

[সৈন্যদ্বয়ের প্রস্থান।

বৃদ্ধ। তবে যাও। শীঘ্র যাও।

বাল। আমি, কতকগুলি সাঙ্গিনের ফলা ঝক্ মক্ করছে, দেখতে পাচ্ছি।

বৃদ্ধ। ও সব রাজপুত সৈন্য। ওরা কি এই দিকেই আস্‌ছে ?

(একজন রাজপুত সৈন্যের প্রবেশ)

বালক। সিপাই! তুমি আমার বৃদ্ধ পিতামহের সঙ্গে কথা কও না।

সেনা। আমি তোমার পিতামহকে পর্ব্বত গুহায় যেতে বল্‌তে এসেছি। আজ্‌কার যুদ্ধের গতিক বড় ভাল নয়। রাণা আহত হয়েছেন।

বৃদ্ধ। দাদা! তুমি শীঘ্র আমাকে পাহাড়ে নিয়ে চল, সেখান থেকে যুদ্ধস্থল দেখে কি হচ্ছে বল্‌তে পারবে।

(নেপথ্যে অস্ত্র ঝন্‌ঝনা।)

(আহত রাণা সংগ্রাম সিংহ, বিহারি দাস ও কতিপয় রাজপুত সৈন্যের প্রবেশ)

রাণা। ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েছে, আর আমার কোন কষ্ট নাই, চল আবার যুদ্ধে যাই।

বিহা। মহারাজ! ক্ষমা করুন। রাজগুরুর আদেশ, যে যুদ্ধে রাণার রক্তপাত হবে, সে যুদ্ধস্থল রাণা পরিত্যাগ না কর্‌লে, মঙ্গল নাই।

রাণা। কি কঠিন আদেশ! হায় সৈন্যগণ! তোমাদের বীরত্ব আমি স্বচক্ষে দেখ্‌তে পেলেম না! যা হোক, তোমরা যাও, এখানে কারও থাক্‌বার দরকার করে না। আমি একজন

সামান্য সৈন্যকেও, যুদ্ধ ছেড়ে, এখন আমার কাছে থাক্‌তে বলি না। তোমরা যাও, যুদ্ধে তোমাদের যে সকল আত্মীয় স্বজন কাটা পড়েছে, তাদের প্রতিশোধ নেও গে। আমার কোন দুঃখ নাই, নিজের অদৃষ্টের জন্য আমি ভাবি না। হায় হতভাগ্য প্রজাগণ! তোমাদের জন্যই আমার দুঃখ, তোমাদের জন্যই আমার ভাবনা।

বৃদ্ধ। (অগ্রসর হইয়া) আমি কোন হতভাগ্যের কথা শুন্‌তে পেলেম, না? কে এখানে অনুতাপ কর্‌ছে?

রাণা। আমি হতভাগ্যই বটে, আশা প্রায় আমাকে ত্যাগ করেছে।

বৃদ্ধ। মহারাজ বেঁচে আছেন ত?

রাণা। হাঁ, তিনি এখনও বেঁচে আছেন।

বৃদ্ধ। তবে তোমার ভয় কি? মহারাজ সামান্য প্রজাটীকে অবধি রক্ষা করেন।

রাণা। মহারাজকে কে রক্ষা কর্‌বে?

বৃদ্ধ। যাঁরা ধাৰ্ম্মিককে সৰ্ব্বদাই রক্ষা করে থাকেন, দেবতারা রক্ষা কর্‌বেন। আমাদের রাণা যেমন আপনার সদ্‌গুন রাশির জন্য প্রজাদের ভালবাসার পাত্র, তেমনি দেবতাদেরও করুণার পাত্র।

রাণা। (স্বগতঃ) ভাগ্যে আমি অদৃষ্টের নিন্দা করিনি, তা হলে কি পাপই করতেম! হে সর্ব্বনিয়ন্তা! তোমার কার্য্য কৌশল কি চমৎকার! এরূপ দুঃখের সময়েও রাজার কাছে যা

সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাই শুনিয়ে আমাকে সুখী করলে! আমি স্বকর্ণে একজন প্রজার মুখ থেকেই শুনলেম, প্রজারা আমাকে ভালবাসে!

বালক। দাদা! দাদা! (রাণার প্রতি) মহাশয়! দেখ্‌ছেন, কতকগুল ভয়ানক লোক আমাদের দিকে দৌড়ে আস্‌ছে?

রাণা। হাঁ, ওরা মহারাট্টা। হায় রাণা সংগ্রাম সিংহ, তুমি কি হতভাগ্য! এ সময়ে এখানে একজন পলাতকের মত দাঁড়িয়ে রৈলে, নিজের জীবনের জন্য একবার একখানা তলোয়ার ও উত্তোলন করতে পারলে না!

(এ্যম্বক., গণেশ, ও কয়েকজন মহারাষ্ট্র
সৈন্যের প্রবেশ)

এ্যম্ব। হাঁ, সেই বটে। আমাদের আশা পূর্ণ হয়েছে। আমি বেশ চিনি, এ রাজাই বটে।

গণে। চল তবে একে বন্দী করে নিয়ে যাই। এই পথ দিয়ে এস, ও পথ দিয়ে গেলে রাজপুত সৈন্যদের সুমুখে গিয়ে পড়্‌তে হবে।

[রাণাকে বন্দী করিয়া লইয়া গণেশ, এ্যম্বক ও
মাহারাষ্ট্র সৈন্যদিগের প্রস্থান।

বৃদ্ধ। মহারাজ!—ওরে হতভাগ্য বৃদ্ধ! সে মহাত্মাকে একবার দেখ্‌তে পেলিনে? দাদা! তুই যদি আমার হাতে

একখানা তলোয়ার দিয়ে, ঐ দস্যুদের মাঝখানে নিয়ে যেতে পারতিস্!

বালক। দাদা! আমাদের দলের সকলেই আশ্রয় নিতে এই দিকে পালিয়ে আসছে।

বৃদ্ধ। না, না, ওরা বোধ হয় মহারাজকে উদ্ধার কর্‌তে আসছে, মহারাজকে কখন ওরা পরিত্যাগ করবে না।

(নেপথ্যে অস্ত্র ঝনঝনা)

(পলায়নপর রাজপুত সৈন্যগণের প্রবেশ, পশ্চাতে বিহারি দাস)

বিহা। দাঁড়া, দাঁড়া কাপুরুষেরা! আমি হুকুম কচ্ছি, দাঁড়া। ভীম সিংহ তোদের ডাকৃছেন।

সৈন্যগণ। আমরা মহারাট্টাদের কামানের আগে যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌ব না।

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। দাঁড়া, দাঁড়া, নরাধম, ভীরু, কাপুরুষগণ! তোরা প্রাণের ভয় করিস, লজ্জার ভয় করিস না? আমি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি, যে আর এক পা ও অগ্রসর হবে, আমি তাকে কেটে দুখানা করে ফেল্‌ব। আর না হয় তোরা আগে আমাকে মেরে ফেল, যেন তোদের ও পাপমুখ আমাকে আর না দেখ্‌তে হয়।—রাজা কোথায়?

বীহা। এই বৃদ্ধ আর এই বালকের মুখে শুনছি, আমরা যে মহারাট্টা সৈন্যদের স্বদল পরিত্যাগ করে এই দিকে আস্‌তে দেখেছিলাম, তারাই নাকি রাণাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। বল্‌ছে, এখনও বেশী দূর যায় নি।

ভীম। কি! রাজাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে? শোন্‌ রে নীচাশয়, নরাধম, কাপুরুষগণ! ঐ যে দূরে ধুলা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌, ও মহারাট্টাদের পায়ের ধূলা। ওরা তোদের রাজা, তোদের পিতা, তোদের মাথার মণি, তোদের সর্ব্বস্বধনকে বন্দী করে নিয়ে পালাচ্ছে। এখন পালা দেখি, কেমন করে তোরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাচাস্‌!

বৃদ্ধ। ভগবান ভীমসিংহের মঙ্গল করুন্‌। যে তরবারির আঘাতে আমি অন্ধ হয়েছি, সে আঘাতকে আজ আমার কল্যাণকর বলে বোধ হচ্ছে, কেন না যে কাপুরুষেরা স্বয়ং সেনাপতি ভীমসিংহের দ্বারা পরিচালিত হয়েও স্বদেশের রাজাকে পর্য্যন্ত উদ্ধার কর্‌তে পরাঙ্মুখ, আজ তাদের পাপমুখ দেখতে হল না।

ভীম। ওরে কাপুরুষগণ! তোরা বিপক্ষের কামানকে ভয় করিস্‌, আর এই অশীতিপর বৃদ্ধের বজ্রসম কথা শুনে এখনও বেঁচে আছিস্‌? হায়, হায়, ধিক তোদের! এই অন্ধ বৃদ্ধের ধমনীতে যে রাজভক্তির শোনিত প্রবাহিত হচ্ছে, তোদের দেহে যদি তার এক ফোঁটাও থাকত! দেখ্‌! তোদের মাথায় বজ্রাঘাত হবে, যদি তোরা এখন আমাকে পরিত্যাগ করে যাস্‌।

অথবা—না. যা তোরা! আমি একাই মহারাজের উদ্ধারের জন্য, তাঁর পাশে রণশয্যায় শয়ণ করব।

সৈন্যগণ। সেনাপতি মহাশয়! মাপ্ করুন। চলুন্, আমরা সকলেই আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছি।

(নেপথ্যে ভেরী নিনাদ।)

[ভীমসিংহের দ্রুতবেগে প্রস্থান, পশ্চাৎ বিহারিদাসও অপরাপর সৈন্যের প্রস্থান।

বৃদ্ধ। ধন্য বীরবর ভীমসিংহ! ভগবান ইন্দ্র বজ্রধর হয়ে ওঁর সহায় হোন! দাদা! তুমি এই পাহাড়ের উপরে উঠে বল ত, কি দেখতে পাচ্ছ।

বাল। দাদা! আমি পাহাড়ের ঐ গাছটার উপর চড়ে দেখি। (তথাকরণ) হাঁ, এই বারে আমি তাদের দেখতে পাচ্চি। ঐ যে মহারাট্টারা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে পলাচ্ছে।

বৃদ্ধ। ভীমসিংহ পশ্চাদ্ধাবিত হয়েছেন?

বাল। হাঁ, তিনি তীরের মত ছুটছেন। এইবার তিনি আমাদের সৈন্যদের ডাকছেন। (নেপথ্যে কামানের আওয়াজ) যা! কামানের ধোঁয়াতে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

বৃদ্ধ। হাঁ, ও রাক্ষসদের কামানই অস্ত্র।

বাল। এই বার বাতাসে ধোঁয়া সরে গেছে। দেখতে পাচ্ছি আমাদের দল, আর মহারাট্টাদের দল, এক সঙ্গে মিশে গেছে।

বৃদ্ধ। রাজাকে দেখতে পাচ্ছ ?

বাল। হাঁ, ভীমসিংহ রাজার খুব কাছে গেছেন। উঃ! তাঁর তলোয়ার দিয়ে আগুন উঠছে!

বৃদ্ধ। ভগবান ভীমসিংহকে দীর্ঘজীবী করুন্। ভীমসিংহ, ও দুরাত্মাদের পরিত্যাগ করো না।

বাল। দাদা! দাদা! মহারাট্টারা পালাচ্ছে। এইবার আমি দেখতে পাচ্চি, রাজা ভীমসিংহকে আলিঙ্গন করছেন।

(নেপথ্যে বিজয় সূচক ধ্বনি ও ভেরী নিনাদ)

বৃদ্ধ। (গললগ্নীকৃতবাসে, সাশ্রুনয়নে, গদগদ স্বরে) হে করুণার উৎস! তোমার অদ্ভুত করুণায় আজ হৃদয় যে কতদূর আপ্লুত হয়েছে, তা আর কি বল্‌ব। আজ আমি ধন্য হলেম, আমার জীবন এখন সুখ সাগরে ভাসছে, এমন সুখের দিন আর হবে না। দাদা! তুমি গাছ থেকে নেমে এস, আমি তোমাকে কোলে করি। একি! একি! আমি যে আর দাঁড়াতে পারি না, আমাকে ধর।

বাল। (বৃক্ষ হইতে নামিয়া দৌড়িয়া আসিয়া বৃদ্ধকে ধরিয়া) এই যে, দাদা, আমি ধরেছি, তুমি বস।

বৃদ্ধ। না, না, কিছু ভয় নাই, কিছু ভয় নাই। আমার বড় আহ্লাদ হয়েছিল, সেই জন্য ও রূপ হয়েছে। তুমি আমাকে ধরে, আস্তে আস্তে নিয়ে চল।

[বৃদ্ধকে লইয়া বালকের প্রস্থান

(নেপথ্যে কোলাহল ও অস্ত্র ঝন্ ঝনা)

(রাণা সংগ্রামসিংহ, ভীমসিংহ, বিহারিদাস ও কয়েকজন রাজপুত সৈন্যের প্রবেশ)

সংগ্রা। ভীমসিংহ! তুমি আজ আমার প্রজাদের যে উপকার করেছ, তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ, তাদের হয়ে, আমি তোমাকে এই হার প্রদান করছি, গ্রহণ কর।

(কণ্ঠস্থ অমূল্য হীরক হার প্রদান)

চক্ষু-জলে হীরকগুলি কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ হয়েছে, কিন্তু ইহার দাম কিছু কমে নাই।

ভীম। মহারাজকে ভগবান রক্ষা করেছেন, আমার কি সাধ্য।

(কতকগুলি রাজপুত সৈন্য ও কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

সৈন্যগণ! তোমরা কোথা থেকে আস্ছ? বিজয় সিংহের কাছ থেকে? বিজয় সিংহের খবর কি?

কর্ম্ম। খবর, শত্রুরা এসে প্রথমে আমাদের ব্যূহ ভেদ করেছিল, কিন্তু বিজয় সিংহ অদ্ভুত রণ-কৌশলে তা পুনরায় সংগঠিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি যুদ্ধে এতদূর উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, যে একাকী অনেক দূর পর্য্যন্ত পলায়নপর মহারাট্টাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন।

রাণা। তবে কি বিজয় সিংহ হত হয়েছেন?

প্রথম সৈন্য। আমি তাঁকে পড়তে দেখেছি।

দ্বিতীয় সৈন্য। না, আমি দেখেছি তিনি তারপর উঠে

আবার যুদ্ধ কর্‌ছেন, কিন্তু কতকগুলি মাহারাট্টা একত্রে দল বেঁধে এসে তাঁকে নিরস্ত্র করে ফেল্লে।

রাণা। হায়! তবে আমাদের জয় বড় দুঃখ-লব্ধ দেখ্‌ছি।

ভীম। হায় নীলাঞ্জনা! তোমাকে এসংবাদ কে দিবে?

রাণা। ভীম সিংহ! আমাদের জন্মভূমি রক্ষা হয়েছে, কিন্তু আমরা একটী পরমবন্ধু হারিয়েছি। যা হোক্, এখন আমাদের আপন আপন দুঃখ শমিত করে, প্রজা সাধারণের বিজয়োৎসবের প্রতি মন দিতে হবে। পরে যারা এ যুদ্ধে পতিপুত্র-হীনা হয়েছে, তাদের শান্ত্বনা করতে হবে। সর্ব্ব শেষে আপনাদের দুঃখ।

[বিজয় বাদ্য—সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—উচ্চ পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী নির্জ্জন বনভূমি।

(নীলাঞ্জনা শিশুক্রোড়ে ও অপরাপর রাজপুত মহিলা ও বালকগণ। সকলের সমস্বরে গীত)

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

কোথা মা করালী কালী, কাল-ভয়-বারিণী।
বিপদে পড়িয়া মোরা, ডাকি তোরে তারিণী।
আত্মীয় স্বজন যারা, সমরে গিয়েছে তারা,
রক্ষা কর ভবদারা, হয়ে অসি-ধারিণী।
তুমি না করিলে দয়া, কোথা যাব মহামায়া,
কেবা দিবে পদছায়া, শোক-তাপ-হারিণী।

১ম মহিলা। বীরবালা! এখনও কি তুমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

বীরবালা। হাঁ, দুজন রাজপুত সৈন্য—একজন পাহাড়ের উপরে রয়েছে, আর একজন পাহাড়ের নিচে, বনের ভিতর গেল।

২য় মহিলা। আরও একজন বনের ভিতর যাচ্ছে, কিন্তু তার মুখ খানা শুক্‌ন শুক্‌ন বোধ হচ্ছে।

নীলা। ওহ্! আমার প্রাণ যেন পিঁজারা ভেঙ্গে গিয়ে দেখে আস্‌তে চাচ্ছে!

(হাঁপাইতে ২ একজন রাজপুত সৈন্যের প্রবেশ)

মহিলাগণ। খবর কি? মঙ্গল, না মৃত্যু?

সৈন্য। খবর বড় ভাল নহে। যুদ্ধ আমাদের প্রতিকূল। মহারাজ আহত ও বন্দী।

মহিলাগণ। তবে ত সর্ব্বনাশ দেখ্‌ছি!

নীলা। (ক্ষীণস্বরে) আর বিজয় সিংহ?

সৈন্য। আমি তাঁকে দেখিনি।

১ম মহিলা। হায়! আমরা এখন কোথা পালাই?

২য় মহিলা। চল, আরও বনের ভিতর দিকে যাই।

নীলা। আমি এখান থেকে নড়বো না।

দ্বিতীয় সৈন্য। (নেপথ্যে) জয়! জয়! মহারাজ সংগ্রাম সিংহের জয়!

(অপর একজন রাজপুত সৈন্যের প্রবেশ)

দ্বিতীয় সৈন্য। তোমরা সকলে উৎসব কর, আমাদের জয় হয়েছে।

মহিলাগণ। আহা! আহা! তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক্। রাজা কোথায়?

দ্বিতীয় সৈন্য। তিনি এই যে রণজয়ী যোদ্ধাদের নিয়ে আস্‌ছেন।

(দূরে সৈন্য-পদশব্দ, স্ত্রীলোকদিগের আনন্দসূচক গীত।)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল খেমটা।

উদিল সজনী আজি সুখ শশি রে।
ঘুচিল কালী প্রসাদে দুঃখ মসি রে।
রণ জিনি বীর সবে, আসিছে প্রফুল্ল ভাবে,
এস মোরা আগুসরি লয়ে আসি রে।
মল্লিকা মালতী জাঁতি, তুলি ফুল নানা জাতি,
চল সবে বরষিব, হাঁসি হাঁসি রে।

(বিজয় সংগীত গাহিতে গাহিতে রাজপুত সৈন্যদিগের প্রবেশ।)

রাগিণী অহং—তাল একতালা।

শুভ সমাচার সকলে শুন রে মিবার নিবাসী।
পড়িয়াছে রণস্থলে জননীর শত্রুরাশি।
বিজয়ী আমরা সবে, হয়েছি আজি আহবে,
পূজ সবে ভক্তি ভাবে, যুক্ত করে মুক্তকেশী।
মঙ্গল আরতি কর, সুশোভিত গৃহদ্বার,
উৎসব আনন্দে হর, আজি সুখময়ী নিশি।

রাণা সংগ্রাম সিংহ ও ভীম সিংহের প্রবেশ ; স্ত্রীলোক-
দিগের সকলের উপর পুষ্পবৃষ্টি ; শিশু ক্রোড়ে
নীলাঞ্জনার বিজয় সিংহের অন্বেষণে
সোদ্বেগে সৈন্যমধ্যে পরিভ্রমন)

মহিলাগণ। মহারাজ কেমন আছেন ?

রাণা। বৎসগণ! তোমাদের মঙ্গল হোক্, আমি ভাল আছি। সামান্যমাত্র আঘাত লেগেছিল, রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে, আর কোন কষ্ট নাই।

নীলা। (ভীম সিংহের প্রতি) কৈ, আমার স্বামি কোথা ? (ভীম সিংহের নিরুত্তরে মুখ ফিরাওন) মহারাজ ! আমার স্বামি ? আপনার অন্যতর সেনাপতি কোথা ?

রাণা। বৎসে ! বড় দুখিত হলেম, বিজয় আমাদের সঙ্গে নাই।

নীলা। মহারাজ কি তবে আশা করেছিলেন, তিনি আপনাদের সঙ্গে আস্‌বেন ?

রাণা। হাঁ, আমি তাঁর জন্য বড় ভাবিত আছি।

নীলা। মহারাজ ! আমাকে আর সন্দেহানলে দগ্ধ কর্‌বেন না, বলুন, তিনি বেঁচে আছেন ত ?

রাণা। আছেন বৈ কি ! ভগবান অবশ্য আমাদের প্রার্থনা শুন্‌বেন।

নীলা। মহারাজ ! তিনি হত হন নি ?

রাণা। না, তিনি অনাহত ভাবে আমার হৃদয়ে আছেন।

নীলা। মহারাজ! মহারাজ! আর বিড়ম্বনা করবেন না, বলুন, এই শিশু কি পিতৃহীন হয়েছে?

রাণা। মা নীলাঞ্জনা! এরূপ করে যে আশার কণাটুকু আছে, তা পর্য্যন্ত ভাসিয়ে দেও কেন?

নীলা। আশার কণাটুকু? তবে আশা আছে? বল না ভীম সিংহ! তুমি ত মিথ্যা বলবে না।

ভীম। বিজয়কে আমরা দেখ্‌তে পাইনি।

নীলা। দেখ্‌তে পাও নি? তুমি কি বলছ আমি যে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। হাঁ ভীম সিংহ! তুমি আমাকে স্পষ্ট বলবে না? যে বাজ মাথায় পড়বে, তা একেবারেই পড়ুক না, সমস্ত যন্ত্রনা ঘুচে যাক্, সুদূর গর্জ্জন শুনে বৃথা ক্লেশ পাই কেন?

ভীম। নীলাঞ্জনা! বিজয় নাই বল্‌লে মিথ্যা বলা হয়, কেন না আমরা কাকেও তাঁকে মার্‌তে দেখি নাই।

নীলা। আহা! তবে বেঁচে আছেন? বল, বল, আবার বল। কিন্তু কি হয়েছে, ঠিক করে বল, আমি দারুণ সন্দেহ হতে নিস্তার পাই। (নিলাঞ্জনার শিশুকে লইয়া ভীম সিংহের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসাওন) বৎস! হাত যোড় কর। তোমার মায়ের কাতরোক্তিতে কোন ফল হল না, দেখি তোমার অজ্ঞানতায় যদি কোন ফল হয়।

ভীম। বিজয় বন্দী হয়েছেন।

নীলা। বন্দী? মহারাষ্ট্রাদের বন্দী? কালভোজের বন্দী? তবে ত তাঁর মৃত্যুই হয়েছে।

রাণা। ও রূপ দুশ্চিন্তাকে মনে স্থান দিও না। যদি অর্থে বিজয়ের মুক্তিলাভ হয়, আমি রাজকোষ শূন্য করে বিজয়ের জন্য প্রদান করব। এখনি আমি একজন দূত পাঠাচ্ছি।

মহিলাগণ। বিজয় সিংহের মুক্তির জন্য আমরা সকলে আমাদের গহনা দিচ্ছি। নিলাঞ্জনা! এই নেও—এই নেও!

(সকলের অলঙ্কার খুলিয়া ব্যগ্রভাবে নীলাঞ্জনাকে প্রদান।)

রাণা: আহা! বিজয় সিংহের মুক্তির জন্য ওরা সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত আছে। জগদীশ! তোমাকে ধন্যবাদ, যে এমন সকল সরল অন্তরের উপর আমাকে আধিপত্য করতে দিয়েছ!

নীলা। প্রজাবন্ধো! (করযোড়ে রাজার প্রতি) আমার একটী প্রার্থনা আছে। আমাকে অনুগ্রহ করে দূতের সঙ্গে যেতে অনুমতি দিন্।

রাণা। তাও কি হয়, মা? তুমি কি কেবল বিজয়ের স্ত্রী, তোমার সন্তানের প্রসূতি নও? এক দিকে, তোমার নিজের মানহানীর সম্ভাবনা, অপর দিকে, তোমার সন্তানের অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা। বিশেষ, সে মহারাষ্ট্রারা যেরূপ পাপিষ্ঠ, তাতে তোমার এই রূপ, এই যৌবন, আর এই সরলতা দেখলে, তোমার পতির মুক্তিলাভ করা দূরে থাক্, বরং বন্ধন আরও দৃঢ়তর হবে। আর বিজয়েরও এক ক্লেশের উপর, আবার তোমার বিপদে, আর এক নূতন ক্লেশ উপস্থিত হবে।

নীলা। তবে দূত ফিরে আসা পর্য্যন্ত, আমি কি করে দিন কাটাব, আমাকে বলে দিন।

রাণা। মা! এক মনে খালি সেই অনাথ নাথকে চিন্তা কর, এ বিপদে তিনিই উদ্ধার কর্ত্তা। চল, সকলে আমরা বিজয়ের মুক্তির জন্য, মা চতুর্ভূজার মন্দিরে পূজা দিই গে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বন।

(শিশু ক্রোড়ে নিলাঞ্জনার প্রবেশ)

নীলা। আহা! ননির পুতুল! তোমার কপালে এত কষ্ট ছিল!

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। নীলাঞ্জনা! তুমি আমাকে এখানে আস্‌তে বলে-ছিলে, সেই জন্য আমি এসেছি। আমাকে কি বল্‌বে, বল।

নীলা। ওরে আমার দুখিনীর ধন! তোর পিতা কি এখনও এ সংসারে আছেন?

ভীম। নীলাঞ্জনা! যতদিন ভীমসিংহ বেঁচে আছে, ততদিন তোমার শিশু পিতৃহীন হবে না।

নীলা। হায়! এ যে শীঘ্র মাতৃহীনও হবে! আমি পতি-হীনা হয়ে আর কত দিন বেঁচে থাক্‌ব?

ভীম। কি করবে? তোমার ছেলের মুখের দিকে চেয়েও বাঁচ্‌তে হবে। তা না হলে, তোমার শিশুর কি দশা হবে ভেবে দেখ দেখি। আমি তোমার পতির বন্ধু, আমার কথা শুন, অত উতলা হও না।

নীলা। তাঁর বন্ধু বলে যদি তোমার কথা শুন্‌তে হয়, তা হলে আমাকে জগৎ শুদ্ধ সকলের কথাই শুন্‌তে হয়, কেন না সকলেই তাঁর বন্ধু ছিল।

ভীম। তাঁর শেষ কথাগুলি—

নীলা। তাঁর শেষ কথা? আহা! বল, বল, এখনি বল।

ভীম। যুদ্ধের পূর্ব্বে, যখন আমরা উভয়ে উভয়ের নিকট হতে বিদায় হলেম, তখন তাঁর চোখ্‌ ছল্‌ ছল্‌ কর্‌তে লাগল, তিনি আমাকে বল্‌লেন, বন্ধো! বোধ হয়, এ জন্মে আর আমাদের দেখা হবে না। যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হলে তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আমি যেরূপ আমার স্ত্রীপুত্রের রক্ষক ছিলাম, তুমিও সেইরূপ হবে? যতক্ষণ না আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম, ততক্ষণ তিনি আমাকে পরিত্যাগ কর্‌লেন না। যখন বল্‌লেম যে হাঁ, আমি তোমার—

নীলা। একি! একি! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না আমার বুদ্ধির ভ্রম হয়েছে! তাও কি হতে পারে?—হায় প্রাণেশ্বর! তোমার সরলতাই কি তোমার কাল হয়েছে? কেন তুমি মাথা খেয়ে আমাকে পরের হাতে সঁপে দিতে গিয়েছিলে, না হলে হয়ত এমন বিঘোরে তোমার প্রাণ—

ভীম। নীলাঞ্জনা! এ কি পাপ সন্দেহ তোমার মনে উদয় হয়েছে?

নীলা। হাঁ, হাঁ, আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছি, এই পোড়া রূপই আমার কাল হয়েছে! হায় প্রাণনাথ! হয় ত তুমি এরূপ চক্রে পড়েছিলে, যে মানুষের সাধ্য নয় তা হতে পরিত্রাণ পায়। যখন তুমি নিরুপায় ভেবে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তখন হয় ত ভীম সিংহ দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৌতুক দেখেছিলেন, তোমার সাহায্যের জন্য একপাও অগ্রসর হন্ নি।

ভীম। হা অন্তর্যামী ভগবান! আমার অদৃষ্টে শেষে এই ছিল! নীলাঞ্জনা! নীলাঞ্জনা! তুমি এই তলোয়ার নিয়ে আমার বুকে বসিয়ে দাও, এরূপ কটু কথা আর আমাকে বলো না।

নীলা। না, না, না, তুমি মর্‌বে কেন? তুমি যে আশাকে মনে স্থান দিয়েছ, সেই আশায় বেঁচে থাক। কিন্তু, ভীমসিংহ! আমার স্বামির শেষ কথা শুনিয়েছ, এখন আমার শেষ কথাও শোন। বরং এই শিশু এই স্তন হতে বীষ পান কর্‌বে, কিন্তু কখনও পিতৃ হন্তাকে পিতৃ সম্বোধন কর্‌বে না। আমি বরং অনলে আত্মসমর্পণ কর্‌ব, কিন্তু পৃথিবীর রাজ্য লোভেও কখন সতীত্ব বিসর্জ্জন দিব না।

ভীম। নীলাঞ্জনা! তোমার সঙ্গে আমার কি পবিত্র সম্বন্ধ তা কি একেবারে ভুলে গেলে? আমি আর কিছুই চাই না, তুমি কেবল আমাকে তোমার রক্ষক, তোমার বন্ধু বলে ভেবো।

নীলা। যাও, যাও! আমার এ সংসারে কেহ রক্ষক নাই,

তা হলে আর আমি পতিহীনা হতেম না। চল বৎস! আজ আমরাই আমাদের প্রভুর অন্বেষণে যাই। আজ জগৎ দেখুক সতি স্ত্রী পতির জন্য কি পর্য্যন্ত কর্‌তে পারে। আমি রণস্থলে গিয়ে এক একটী করে সব শবগুলি নেড়ে চেড়ে দেখ্‌ব; যতই কেন বিকৃত হোক্ না, তাঁকে দেখ্‌লেই আমি চিন্তে পার্‌ব; আমি কণ্ঠস্থল বিদীর্ণ করে চিৎকার কর্‌ব, তাঁর দেহে যদি কনামাত্রও জীবন থাকে, তা হলে তিনি শুন্‌তে পাবেন, আমি তাঁর শেষ হাসি মুখখানি দেখ্‌তে পাব! আর যদি সেখানে তাঁর দেখা না পাই, মহারাট্টাদের শিবিরে যাব; তারা যতই কেন পাষণ্ড হোক্ না, আমার শিশুর এই দুরবস্থা দেখ্‌লে, আর আমার হৃদয়ভেদী কান্না শুন্‌লে, কখনই তারা নির্দ্দয় হতে পার্‌বে না, অন্ততঃ একবারও তাঁকে দেখাবে।

[প্রস্থান।

ভীম। ওহ! আর না। নীলাঞ্জনা, তুমি যে সন্দেহ বীষে আজ আমাকে জর্জ্জরীভূত কর্‌লে, যদি কখন সে সন্দেহ দূর কর্‌তে পারি তবেই ফির্‌ব, নচেৎ এই শেষ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—কালভোজের শিবির।

(সোদ্বেগে, চিন্তাকুল চিত্তে কালভোজের পরিক্রমণ)

কাল। রে অদৃষ্ট! আমার সর্ব্বনাশই যদি তোর মনঃপুত হয়, তবে তাই হোক্, কিন্তু আমি ঠিক্ থাক্‌ব। তবে এই মাত্র প্রার্থনা, যেন আমার পতনের পূর্ব্বে বিজয়সিংহের উপর প্রতিশোধ নিতে পারি।

(লালবাইয়ের প্রবেশ)

কেও? কে আসে? প্রহরীরা আমার হুকুম শুনে নি বুঝি?

লাল। শুনবে না কেন? তোমার চেয়েও তারা তাদের কর্ত্তব্য কায জানে। আমি জোর করে এসেছি!

কাল। কি জন্য এসেছ?

লাল। দুর্ভাগ্যের সময়ে বীরপুরুষেরা কি রূপ আচরণ করে, তাই দেখ্‌তে এসেছি। দেখ্‌ছি, তুমি ত বিলক্ষণ বিচলিত হয়েছ, তোমার তুমিত্ব পলায়ন করেছে।

কাল। বিজয়সিংহের তরবারিতে আমার বীরাগ্রগণ্য সেনানীরা হত আহত হয়েছে, দেখে কি আমি আহ্লাদে নৃত্য কর্‌ব?

লাল। না, আমি তোমাকে সেরূপ করতে বলি না। ঝড় থেমে গেলে, রাত্রি যেমন অন্ধকারময় অথচ স্থিরভাবে থাকে, সেই ভাবে থাকৃতে বলি। ভূমিকম্পের পর, পৃথিবী যেরূপ

ভয়ানক স্থির, গম্ভির ও নিশ্চল ভাব ধারণ করে, সেই ভাবে থাকৃতে বলি। বীরের হৃদয় আশাশূন্য হবে, তা আমার ইচ্ছা নয়। আবার প্রভাত হবে, আবার বীর নবিন তেজে, নবিন উৎসাহে, ভূত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করে, স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করবে, তাই আমার ইচ্ছা।

কাল। হায় লালবাই! তুমি স্ত্রীলোক। যদি আমার সৈন্য গণের তোমার মত মন হত!

লাল। তা হলে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজমুকুট আজ তোমার মস্তকে শোভা পেত।

কাল। বিজয় সিংহ আমার জীবনের, আমার যশের কণ্টক স্বরূপ। যত দিন সে বিপক্ষ দলের সেনা-নায়ক থাকৃবে, তত দিন আর আমার আশা নাই।

লাল। আজ আমি বীর-হৃদয় আরও পরীক্ষা করৃতে এসেছি। এখন তোমার সাহস নয়, তোমার মন কতদুর উচ্চ, তাই দেখ্‌ব। বিজয় সিংহ তোমার বন্দী।

কাল। কি বল্‌লে! বিজয় সিংহ আমার বন্দী?

লাল। হাঁ, এই মাত্র স্থরজী দেখে এল তোমার সৈন্যেরা তাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করে টেনে আনৃছে। আগে তোমাকে আমি এই সংবাদ শুনাতে এলেম।

কাল। লাল বাই! তুমি অতি সুসংবাদ দিয়েছ, তোমার মঙ্গল হোক্। বিজয় সিংহ আমার বন্দী? তবে ত এ যুদ্ধে আমারই জয় হয়েছে দেখৃছি!

লাল। সেনাপতি! তোমার এ আহ্লাদ অতি ক্ষুদ্রমনের কায, বীরোচিত নয়। বস্তুতঃ, আমার বড় কৌতুহল হচ্চে যে, যে বীর তোমার মত যোদ্ধাকে এতদূর বিচলিত কর্‌তে পারে, যার দুরদৃষ্টে তোমার সৌভাগ্য, যার বন্ধনে তোমার মুক্তি, সে কিরূপ বীর তাই দেখ্‌ব।

কাল। প্রহরি!

(প্রহরীর প্রবেশ)

রাজপুত বন্দী, বিশ্বাস ঘাতক বিজয় সিংহকে এখানে নিয়ে এস। শীঘ্র যাও—এখনি তাকে এখানে নিয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান।

লাল। তার কি দণ্ড হবে?

কাল। মৃত্যু—মৃত্যু—ঘোরতর যাতনার সহিত মৃত্যু। মানুষে যতদূর যাতনা সহ্য কর্‌তে পারে, ততদূর যাতনা দিয়ে, শেষে তাকে মেরে ফেল্‌তে হুকুম দিব।

লাল। ধিক্ তোমাকে! তা হলে রাজপুতেরা বল্‌বে, যত দিন বিজয় সিংহকে না হত্যা কর্‌তে পেরেছিল, তত দিন কাল ভোজ জয়লাভ কর্‌তে পারে নি।

কাল। যা বলে বলুক, আমি তাদের কথা গ্রাহ্য করি না। বিজয়ের মৃত্যু অবধার্য্য।

লাল। যা ইচ্ছা তাই কর, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জেনো, যদি অন্যায় করে তার এক ফোঁটাও রক্তপাত কর, তা হলে লালবাই আর তোমার কাছে থাক্‌বে না।

ক্যাল। কেন? এ অপরিচিত যুবার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন? তার মৃত্যুতে তোমার কি?

লাল। তার মৃত্যুতে আমার কিছুই নয় বটে, কিন্তু তোমার সুখ্যাতিতে আমার সর্ব্বস্ব। তুমি কি মনে কর, তোমার নামে কলঙ্ক হলে, তোমার মান গেলে, তোমার গৌরব নষ্ট হলে, আর এক মুহূর্ত্তও আমি তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিব? কখনই না। তুমি আমাকে সেরূপ স্ত্রীলোক মনে করো না।

কাল। তুমি যদি না বুঝে আমাকে মন দিয়ে থাক, সে দোষ আমার নয়। তোমার জানা উচিত ছিল, একবার উত্তেজিত হলে, আমি তার প্রতিবিধান না করে কখন ক্ষান্ত থাকি না।

(শৃঙ্খল-বদ্ধ বিজয়কে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

এস! এস! রাজপুত-সেনাপতি বিজয়সিংহ এস। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। কেমন, ভাল আছ ত? এই যে দেখ্‌ছি দিব্য মোটা সোটা হয়েছ! এরূপ যুদ্ধের ভাবনায় চিন্তায়, কি করে এমন মোটা হলে, আমাকে বল্‌তে পার?

বিজ। তা শুনে তোমার কোন উপকার হবে না। যদিও আমি যুদ্ধ-চিন্তায় ব্যস্ত আছি, তথাচ আমার হৃদয়ে শান্তি আছে।

কাল। নে! নে! তোর জেঠাম রেখে দে!

লাল। কেন, উচিত জবাবই ত পেয়েছ ? তুমি হতভাগ্যের দুরদৃষ্ট নিয়ে বিদ্রূপ কর্‌ছিলে কেন ?

কাল। আবার শুনছি না কি তুমি রাজপুতদের ভিতর বিবাহ করেছ ? দিব্য একটা ছেলে হয়েছে ? সে অবশ্য তোমারই কাছে রাজভক্তি শিখেছে ?

বিজ। হাঁ শঠতা, পরপীড়ন, অত্যাচারের উপর ঘৃণা, সকলই শিখেছে।

কাল। বটে ? যা হোক্, সে ছেলেটার জন্ম আমার বড় দুঃখ হচ্ছে, কেন না কাল সকালেই সে পিতৃহীন হবে। বিজয় সিংহ, তোমার মৃত্যু নিকট !

লাল। কালভোজ, কখনই না !

কাল। দূর হ হতভাগী ! এখান থেকে চলে যা !

লাল। আমি এখান থেকে যাব না। তুমি কি কর্‌বে কর দেখি।

বিজ। মা ! তোমার দয়া আমি বুঝ্‌তে' পেরেছি, কিন্তু কেন বৃথা চেষ্টা কর্‌ছ ? ইচ্ছা করে বাঘ, আর তার সম্মুখস্থ শীকারের মধ্যবর্ত্তিনী হ'ও না।

কাল। আরে তুইত বিশ্বাস ঘাতক, রাজ বিদ্রোহী, তোর কথা কে শুনে ?

বিজ। তুমি মিথ্যাবাদী। আমি বিশ্বাসঘাতকও নই, রাজবিদ্রোহীও নই।

কাল। তুই কি মহারাষ্ট্রীয় নস্ ? মহারাষ্ট্রীয় হয়ে কি

এখন রাজপুতদের দলে যাস্ নি? আবার রাজপুতদের দলে গিয়ে কি এখন স্বদেশের, স্বজাতীর বিপক্ষে যুদ্ধ করছিস্ না?

বিজ। না, আমি জাতিয়ত্ব পরিত্যাগ করি নাই। তবে আমি নরহন্তা, দস্যু, পাপিষ্ঠদের ভিতর জন্ম গ্রহণ করি নাই। যত দিন মহারাষ্ট্রীরা ধর্ম্মপথে থেকে যুদ্ধ করেছিল, তত দিন আমি তাদের দলে ছিলেম, কিন্তু যে দিন থেকে উৎপীড়ন, অত্যাচার পরস্বাপহরণ, শঠতা, পরদার প্রভৃতি তাদের ব্রত হয়েছে, সেই দিন থেকে আমি তাদের দল পরিত্যাগ করেছি! আমি স্বদেশের বিপক্ষে যুদ্ধ কর্‌তে যাই নাই, যারা অন্যায় করে রাজার ক্ষমতা নিজেরা হাতে নিয়ে তার অসদ্ব্যবহার কর্‌ছে, তাদেরই বিপক্ষে যুদ্ধ কর্‌ছি।

কাল। যা হোক, তোর অপরাধ বিচার কর্‌বার, আর তার দণ্ডবিধান কর্‌বার লোক এখনও আছে।

বিজ। কৈ? আমার বিচারকেরা কোথা?

কাল। তুই কি বিচারকের সভা চাস্?

বিজ। যদি সে বিচার-সভায় সাধু দুর্গাদাস এখনও থাকেন, তা হলে চাই।

কাল। কেন, দুর্গাদাস থাকলে, তুই কি বলে তাকে বুঝিয়ে তোর বিশ্বাসঘাতকতার পক্ষ সমর্থন কর্‌বি?

বিজ। আমি তাঁকে মিবারে নিয়ে গিয়ে দেখাব, মহারাষ্ট্রা-দের অত্যাচারে যে ভূমি শ্মশান সমান হয়েছিল, তা এখন কেমন

ধন-জন-ধান্যে পূর্ণ হয়েছে; যে মিবারের রমণীরা তাদের অর্থ-লালসা পরিতৃপ্ত কর্‌বার জন্য অলঙ্কারশূন্যা হয়েছিল, তারা এখন কিরূপ রমণীয় অলঙ্কারে ভূষিতা হয়েছে; যে মিবারের রাজা, তাদের বিবিধ অন্যায় কর প্রদানের জন্য একেবারে নিঃস্ব হয়েছিলেন, তাঁর রাজকোষ এখন কেমন পরিপূর্ণ; এক কথায়, যে মিবার তাদের জন্য একেবারে উৎসন্ন হবার উপক্রম হয়েছিল, সেখানে এখন কেমন শান্তি বিরাজ কর্‌ছে। এই সকল দেখিয়ে, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব, যার জন্য এই সকল পরিবর্ত্তণ সংঘটিত হয়েছে, সে রাজদ্বেষী, না ধর্ম্মদ্বেষী, না বিশ্বাস ঘাতক?

লাল। ধন্য বিজয় সিংহ! ধন্য তোমার সদ্গুণ! কাল-ভোজ! তোমার কি ভ্রম! তুমি এরূপ মহাত্মাকেও মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ?

কাল। ওরে কপট-ধর্ম্মী! বড় দুঃখিত হলেম যে তোর প্রার্থনা পূর্ণ হল না, কেন না সে দুরাত্মা দুর্গাদাস আগেই পালিয়েছে, বোধ হয় সে তোদেরই দলে গিয়ে মিশেছে। যা হোক, তোর বিচার ইতিপূর্ব্বেই হয়ে গেছে, দণ্ড—মৃত্যু। তুই কাল সকালেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হস্‌। স্বদেশের বিপক্ষে তুই যে ভয়ানক অপরাধ করেছিস্‌, তাতে, বোধ হয়, এ দণ্ড তোর পক্ষে সামান্যই হয়েছে।

লাল। দেখ কালভোজ, যদিও তুমি সর্ব্বদা ন্যায়মত কার্য্য কর্‌তে পার না, কিন্তু তা বলে তুমি সত্যকে বিসর্জ্জন

দিও না। তুমি একশ বারই স্বদেশ স্বদেশ করছ; কিন্তু ঠিক করে বল দেখি, তার জন্য কি তোমার অন্তরে কিছু ব্যথা লেগেছে? তুমি নিজের আক্রোষ চরিতার্থ করবার জন্যই এই কায করছ। আর যদি তাই হয়, তা হ'লে তুমি এই বীর যুবাকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করতে পার, অপরাধীর মত মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করতে পার না।

কাল। ওরে, তোর আর বিশ্বাসঘাতকের জন্য ওকালতি করতে হবে না, তুই থাম্! বন্দি! তোমার দণ্ড শুনেছ, এখন মরতে প্রস্তুত হও গে। একে এখান থেকে নিয়ে যাও!

(পশ্চাৎ অপসরণ)

বিজ। তোমার প্রতিহিংসার ইচ্ছা বড় প্রবল দেখছি। যা হোক, সে জন্য আমি বরং তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কেন না, যা হবার তা শীঘ্রই হবে। (লালবাইয়ের প্রতি) মা! তুমি এ হতভাগ্যের পক্ষে অনেক কথা বলেছ, সে জন্য তোমাকে আর কি দিব? মা! তোমাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ফল, এ তাঁবু তোমার উপযুক্ত স্থান নয়। যদি ভগবান করেন তুমি মিবারে যেতে পার, সেখানে তোমার মনের মত সঙ্গিনী অনেক দেখতে পাবে।

কাল। আচ্ছা, মিবারে যাবার জন্য ভাবনা কি? আমি ওকে তোর স্ত্রীর কাছে তোর মৃত্যু-সংবাদ শুনাতে পাঠাব।

বিজ। ওরে নির্দ্দয়! এ সময়ে অন্ততঃ আমাকে ও কথাটা মনে না করে দিলে পারতিস্। যা হোক, মনে করিস্

না আমি অধৈর্য্য হব। আমি মরব—আমার জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে কাঁদবে; তুই বেঁচে থাক্‌বি—চিরকাল কাল-ভোজের মতই থাক্‌বি।

[বিজয় সিংহকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

লাল। তোমার এই নীচাশয়ের মত প্রতিশোধ নেওয়া দেখে আমার মাথা যেন হেঁট হয়ে আস্‌ছে, লজ্জায় আমি আর মুখ তুল্‌তে পাচ্ছি না।

কাল। তা, তুমি কি ভেবেছিলে আমি ওকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিব? ও আমার পরম শত্রু, এখন আমার হাতে পড়েছে, এখন ওকে আমি অমনি ছাড়্‌ব?

লাল। আমার মতে, যখন ও তোমার হাতে এসেছে, তখন আর তোমার শত্রু নয়। আমি তোমার কাছে মহত্ব চাই না, ধর্ম্ম চাই না, অন্ততঃ তুমি যে সুখ্যাতি লাভ করেছ, তা বজায় রাখ। মনে হয় কি? তুমি কতবার শপথ করে বলেছ যে, যে দিন তুমি আমাকে লাভ করেছ, সেই দিনই তোমার বীরত্বের উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছ। দেখ, আমার মন সাধারণ স্ত্রীলোকের মত নয় যে সামান্য গৃহস্থালী নিয়ে পরিতুষ্ট থাকবে, সামান্য কোন স্বামির মনোরঞ্জন করেই পরিতৃপ্ত হবে। আমার মন চায় যে, যে আমার হৃদয়ের প্রভু, আমি তার প্রতি সভয়ে, সসম্ভ্রমে চাইব; আমার জিহ্বা, সর্ব্বদা তাঁর কীর্ত্তির কথাই বলে সুখী হবে; কর্ণ, তাঁরই সুকৃতির কথা শুনে পরিতৃপ্ত হবে; মাথা, পেশওয়ার সমুখে তাঁর সুখ্যাতির কথা শুনে

আহ্লাদে টল্ মল্ কর্‌বে। তিনি যেখানে যাবেন, স্বদেশের, স্বজাতীর কৃতজ্ঞতা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাবে ; নগরবাসীরা আগে আগে তাঁর জয়ধ্বনি কর্‌তে কর্‌তে যাবে ; স্বদেশ, বিদেশ, তাঁর মহত্ব, তাঁর গৌরবের কথাতেই পরিপূর্ণ হবে ; আমি ধন, প্রাণ, মন, সমস্তই সেই প্রাণাধিককে সমর্পণ করে, তাঁর দাসী হয়ে থাক্‌ব। এই রূপ নায়ককেই আমি আমার হৃদয়মন্দিরের দেবতা-স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, আর এই রূপ ভালবাসাই আমি তাঁকে দিয়েছিলেম। কেমন, নয় কি ? বল দেখি।

কাল। তুমি যা বল্‌ছ, সকলই ঠিক বটে।

লাল। তা যদি হয়, তবে কেন তুমি আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছ যে আমার ভ্রম হয়েছিল ? তুমি লালবাইয়ের কল্পিত, তার সেই উপাস্য দেবতা নও ? এখন নামের বলে, তুমি যে কুকার্য সকল কর্‌তে উদ্যত হচ্ছ, সকলই কেটে যাবে বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ জগতের কথা ভেবেছ কি ? তারা যে তোমার নামে ধিক্কার দিবে।

কাল। আমি মরে গেলে কি হবে, না হবে, আমার ভাব্‌বার দরকার কি ? আমার মৃত্যুর পরে লোকে যদি আমার সুখ্যাতি করে, তা হলে তুমি কি বল আমার প্রেতদেহ আনন্দে নৃত্য কর্‌তে থাকবে ? না লালবাই ! এরূপ যশ স্বল্পদর্শী বালকেরা প্রার্থনা কর্‌তে পারে, আমি চাইনা। যে যশ জীবদ্দশায় আমাকে উন্নত কর্‌বে, আমি সেই যশ চাই ; যে যশ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্‌বে, আমার ক্ষমতা বৃদ্ধি কর্‌বে, আমি সেই যশ চাই।

লাল। যতই এখন আমি তোমাকে দেখ্‌ছি, যতই তোমার কথা শুন্‌ছি, ততই বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কি রূপ ভয়ানক ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে পূর্ব্বে আমি তোমাকে দেখেছিলেম। কালভোজ! তোমার নামটা খুব মস্ত হয়েছে, কিন্তু তোমার মনটা এখনও খুব ক্ষুদ্র আছে। আমি দেখ্‌ছি, তুমি প্রকৃত যশ কি, তা বুঝবার, কি পাবার, উপযুক্ত নও। মূর্খ! তুমি কি এই ক্ষণস্থায়ী জীবনগত যশকে, কল্পান্তস্থায়ী সেই মহান্ যশের চেয়েও প্রার্থনীয় মনে কর? যে ক্ষুদ্র বালুকাকণার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছ, অনন্ত আকাশকে তার কাছে তুচ্ছ বিবেচনা কর? তুমি যে যশ প্রার্থনা কর, তা ত সামান্য লোকের রুচির উপর নির্ভর করে; সে রুচিও যেমন ক্ষণস্থায়ী, ও পরিবর্ত্তণশীল, সে যশও সেই রূপ ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল। আমি যে যশের কথা বল্‌ছি, তা যে লোকে অনন্ত অনন্ত কাল ধরে ঘোষণা করে তোমাকে অমর কর্‌বে।

কাল। লালবাই! তুমি এখান থেকে চলে যাও!

লাল। কালভোজ! তুমি আর আমাকে ভালবাস না!

কাল। তা নয়, লালবাই। তোমার, এই এক জন অপরিচিত লোকের জন্য আমাকে এতদূর পীড়াপীড়ি করাতে, আমি কি মনে কর্‌তে পারি বল দেখি?

লাল। না কালভোজ, এখনও আমি তোমারই আছি, এখনও একটী সূক্ষ্ম তন্তুতে আমার অদৃষ্ট তোমার সঙ্গে সংযোজিত আছে। আমার উপর তোমার যদি কিছু মাত্র

স্নেহ থাকে, কিছু মাত্র দয়া থাকে, তা হলে নিরপরাধী বিজয় সিংহের রক্তপাত করো না।

কাল। আমি দৃঢ় সঙ্কল্প করেছি, আমার মন আর ফের্‌বার নয়।

লালা। তাতে যদি লালবাইয়ের ভালবাসা হতে বঞ্চিত হও, তা হলেও নয়?

কাল। না।

লাল। যদি তুমি আপনার মানের উপর দৃষ্টিপাত না কর, দয়ার দিকে না চাও, অন্ততঃ আমার ভালবাসার দিকে একবার চাও। মনে কর, আমি তোমার জন্য কি না করেছি। কুল শীল, মান, আত্মীয়, পিতামাতা, স্বজন, গৃহ, সকলই পরিত্যাগ করে খালি তোমারই সঙ্গিনী হয়েছি। তোমার সঙ্গে অকূল সমুদ্রের উপর কত ঝঞ্ঝাবাতে পড়েছি, কত ভয়ানক, লোমহর্ষণ বিপদ আমার বুকের উপর দিয়ে গিয়েছে, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করি নি। যুদ্ধে, সকলে তোমাকে পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু আমি বরাবর ছায়ার মত তোমার পাশে থেকে যুদ্ধ করেছি; যে অস্ত্র তোমার উপর পড়্‌বার সম্ভাবনা, আগে সেখানে নিজের বুক্ পেতে দিয়েছি।

কাল। তুমি যা বল্‌লে, সকলই সত্য। যুদ্ধে, তুমি বীর পুরুষদের আদর্শস্বরূপ; প্রেমে, তুমি রমণীকুলের শিরোমণি। সেই জন্যই কালভোজ তোমাকে তার হৃদয়রাজ্যের অধিশ্বরী করেছে, তার সম্পদের অর্দ্ধভাগিনী করেছে।

লাল। তুমি যে বল্‌ছ তোমার হৃদয় আমার, তা কাযে দেখাও। তোমার অর্দ্ধ সম্পদের উপর আমার যে অধিকার আছে বল্‌ছ, তা আমি বিজয়সিংহের প্রতি তোমার দয়া প্রদর্শনের সঙ্গে বিনিময় কর্‌ছি।

কাল। আর না। যদিও সে আর কিছু দিন বাঁচত, কিন্তু এখন. তোমার প্রতি কথাতেই তার মৃত্যু অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয়ে আস্‌ছে।

লাল। বিজয় সিংহ তবে কাল সকালেই মর্‌বে?

কাল। ঐ সূর্য্যকে দেখ্‌তে পাচ্ছ? সূর্য্যও যেমন পশ্চিম সাগরে ডুবিবে নিশ্চিত, বিজয় সিংহেরও কাল সকালে মৃত্যু তেমনি নিশ্চিত।

লাল। তবে তাই হোক, তোমার কথাই থাক। কিন্তু আজ অবধি তোমার সঙ্গে আমার যে শেষ সম্বন্ধটুকু ছিল, তাও ছিন্ন হলো, জেনো। যে মুখে তুমি বন্দী বীরের উপর কটূক্তি প্রয়োগ করেছ, যে হস্তে অবলীলাক্রমে তাকে হত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছ, সে সকল তোমারই থাক, সে সকল প্রণয়ের উপকরণ নয়। দেখ, কালভোজ! তুমি আমার কথায় তাচ্ছল্য করো না—সাবধান! আমি নিজে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমার উদ্দেশ্য কতদুর মহৎ। যাদের আমার মত হৃদয়ের ভাব নয়, আমি তাদের ধিক্কার দিই, কিন্তু যাদের আমার মত মনের ভাব হয়েও, আমার মত কায করে না, আমি তাদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

কাল। আমি তোমার মহৎ উদ্দেশ্য বেশ বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু বড় দুঃখিত হলেম, বিজয়সিংহের মৃত্যু কাল সকালে অবধারিত।

[প্রস্থান।

লাল। ঠিক্ হয়েছে! কালভোজ আমাকে পদাঘাত করে ঠিক করেছে! আমার যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল হয়েছে! কিন্তু, কালভোজ! স্ত্রীলোকে কেমন করে ভালবাসতে পারে তা দেখেছ, এই বারে কেমন করে ঘৃণা করে তা দেখ। তুমিত শত শত যুদ্ধে অক্ষুন্ন ভাবে, শত শত বিপদে অবিচলিত ভাবে ছিলে, এবারে সামান্যা, অপমানিতা, পদদলিতা রমণীর প্রতাপ দেখ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—কারাগার।

(শৃঙ্খলবদ্ধ বিজয়সিংহ ভিতরে, সম্মুখে প্রহরীর পদচারণা)

বিজ। আজ, জন্মের মত, এই কারাগারের গবাক্ষ দিয়ে, ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব অস্ত গেছেন, আমি দেখেছি; ক্রমে ক্রমে সান্ধ্যগগণে একে একে অসংখ্য তারা ফুটেছে, দেখেছি; কিন্তু আবার যখন সূর্য্যদেব উঠবেন—হে দেব! তখন তোমায় জন্মের মত উঠতে দেখ্‌ব! আর কয়েক ঘণ্টা, কয়েক লহমা মাত্র, তা হলেই আমার জীবন অনন্ত কাল সমুদ্রে মিশে। হায় দেহি! এর জন্য এত গর্ব্ব, এত মান, এত আয়োজন, এত উৎপীড়ন! আমি আমার জীবনের মধ্যাহ্ন কালে এ সংসার পরিত্যাগ করে চল্‌লেম—সকল সাধ এখনও মিটে নাই, সকল আশা এখনও পূর্ণ হয় নাই! কিন্তু তাই বা বলি কেন? দণ্ড, প্রহর ধরে, জীবনের স্থায়িত্ব গণনা কর্‌লে চল্‌বে কেন? আমি কতগুলি সৎকার্য্য করেছি, কত অনাথার চক্ষের জল মুছিয়েছি, কত হতভাগ্যের হৃদয়ে শান্তি প্রদান করেছি, কত মরুভূমিকে উর্ব্বরা করেছি, কত অজল দেশকে সজল করেছি, তাই দেখি, তা হলে আমার জীবন দীর্ঘ বলে বিবেচনা হবে!

[এক জন সৈন্যের প্রবেশ ও প্রহরীর কানে কানে কথন; প্রহরীর বহির্দ্বারে প্রস্থান।

তুমি কি এনেছ?

সৈন্য। এই খাবার গুলি, তোমার জন্য, এই কারাগারে রেখে যেতে আদেশ হয়েছে।

বিজ। কে আদেশ কর্‌লে?

সৈন্য। বাইজী। তিনি রাত্রি প্রভাত হবার পুর্ব্বে এখানে আস্‌বেন, বলে দিয়াছেন।

বিজ। সে স্নেহময়ীকে আমার অগণ্য আশীর্ব্বাদ জানিও, আর এ খাবার তুমি নিয়ে যাও, আমার কিছুমাত্র ক্ষুধা নাই।

সৈন্য। বিজয় সিংহ! আমাকে চিন্তে পার্‌ছেন না? আমি আপনার অধীনে অনেক বার যুদ্ধ করেছি, এখন আপনার এই দুর্ভাগ্যে যে কতদুর দুঃখিত হয়েছি, তা বলে জানাতে পারি না।

[প্রস্থান।

বিজ। কালভোজের শিবিরে, পরের দুঃখে দুঃখিত হয় এমন লোক আছে, এটা আশ্চর্য্যের কথা বটে! (গবাক্ষের নিকট গিয়া) এই যে দেখছি পূর্ব্বদিক ক্রমে ফর্শা হয়ে আস্‌ছে, তবে আর এ দেহে বোধ হয় এক ঘণ্টাকাল জীবন আছে। যা হোক্‌, আমি আর ও দিকে দেখ্‌ব না, এই কারাগারের অন্ধকারের ভিতর বসে, এখন একমনে একবার সেই কালরূপিনী মহাকালীর ধ্যান করি, যেন তিনি আমার সরলা নীলাঞ্জনা, আর প্রাণের পুতুলটীকে নির্ব্বিঘ্নে রাখেন। (উপবেশন ও চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান)

প্রহরী। কেও? কে আসে? উত্তর দাও!

(নেপথ্যে ভীমসিংহ। আমি একজন সাধু সন্ন্যাসী, তোমাদের কয়েদীকে দেখতে এসেছি।)

(সন্ন্যাসী বেশে ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। বিজয়সিংহ বলে কোন রাজপুত সৈনিক এখানে বন্দী আছে কি?

প্রহ। আছে।

ভীম। আমি তাঁকে গুটিকতক কথা বল্‌তে চাই।

প্রহ। আপণার হুকুম আছে?

ভীম। না, আমি বিজয় সিংহের বন্ধু।

প্রহ। হুকুম ভিন্ন আমি বিজয় সিংহের সহোদরকে পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে পারিনা, বন্ধু ত দূরের কথা।

ভীম। তাঁর কিরূপ দণ্ড হয়েছে?

প্রহ। প্রভাতেই তাঁর মৃত্যু হবে।

ভীম। ওহ! তবে আমি ঠিক সময়েই এসেছি।

প্রহ! হাঁ, একটু পরেই তার মৃত্যু দেখ্‌তে পাবে।

ভীম। প্রহরি! আমাকে একবার ছেড়ে দেও, আমি বেশী নয়, গুটী দুই কথা বলে আস্‌ব।

প্রহ। না, না, না, তা হবে না। আমার উপর বিশেষ আজ্ঞা আছে, কাহাকেও ছেড়ে দিব না।

ভীম। কেন, এই মাত্র ত একজন লোক এখান থেকে চলে গেল, দেখ্‌লেম।

প্রহ। ও, সঙ্কেত-কথা বলেছিল, তুমিত তা জান না।

ভীম। প্রহরি! এই হীরার হার দেখ, এর এক একটী হীরার দাম এক এক লক্ষ টাকা। এ হার আমি তোমাকে দিচ্ছি। এ সামান্য কায আর তোমাকে কর্‌তে হবে না, তুমি স্বচ্ছন্দে দেশে ফিরে গিয়ে পুরুষানুক্রমে বসে খেতে পার্‌বে। তুমি একবার আমাকে ছেড়ে দাও।

প্রহ। যাও! যাও! তুমি কি আমাকে ঘুস্ দিতে এসেছ? জান না, আমি জাতিতে ভীল। ও সব্ বুজরুকী আমার কাছে খাটবে না।

ভীম। প্রহরি! তোমার স্ত্রী আছে?

প্রহ। আছে।

ভীম। তোমার ছেলে পিলে আছে?

প্রহ। আছে। আমার সোনার ভাঁটার মত চারটী ছেলে আছে।

ভীম। তুমি তাদের কোথায় রেখে এসেছ?

প্রহ। কেন, যে পর্ব্বতের গুহায় আমি জন্মেছি, যেখানে আমার বাস, সেই খানেই তাদের রেখে এসেছি।

ভীম। তুমি তোমার স্ত্রী, আর ছেলে চারটীকে ভালবাস?

প্রহ। ভালবাসি? অন্তর্যামী ভগবান জানেন ভাল বাসি কি না।

ভীম। আচ্ছা, প্রহরি! মনে কর, তুমি যদি এই দূরদেশে

কোন কারণে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হও, তা হলে সর্ব্বপ্রথমে তোমার মনে কি ইচ্ছা হয়?

প্রহ। আমার স্ত্রী পুত্র গুলিকে একবার দেখতে ইচ্ছা হয়।

ভীম। আর যদি দেখবার সময় না থাকে?

প্রহ। অন্ততঃ, আমার কোন সঙ্গীকে দিয়ে, আমার শেষ আশীর্ব্বাদ তাদের জানাতে ইচ্ছা হয়।

ভীম। আর যদি সেই সঙ্গী তোমার কারাগারের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে, আর তাকে প্রহরী বলে কাল প্রত্যুষেই তোমার মৃত্যু হবে, কিন্তু সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পাবে না, কিম্বা তোমার স্ত্রী পুত্রের কাছে তোমার শেষ আশীর্ব্বাদ নিয়ে যেতেও পারবে না, তা হলে যে তোমার সঙ্গীকে এরূপ করে বারণ করে, সেই প্রহরীর উপর তোমার কি রূপ মন হয়?

প্রহ। কেন? কেন?

ভীম। বিজয় সিংহেরও স্ত্রী পুত্র আছে। আমি তাঁর বন্ধু, তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদ নিয়ে যেতে এসেছি।

প্রহ। আচ্ছা যাও। (প্রহরীর বহির্দ্বারে গমন)

ভীম। মা মহামায়া! তোমার মায়া কে বুঝতে পারে? কি সুসভ্য আর্য্যজাতি, কি অসভ্য ভীলজাতি, দেহী মাত্রই তোমার মায়ায় বশীভূত। আমি অমূল্য রত্নহারের লোভ দেখালেম, তাও যে অনায়াসে অগ্রাহ্য করলে, শেষে কিনা সে তোমার মায়াগুণে বদ্ধ হয়ে আমায় পথ ছেড়ে দিলে! যা হোক্, আর বিলম্বের সময় নাই; প্রহরী বহির্দ্বারে গেছে, এই সময়ে আমি কারাগারের

ভিতর যাই। (প্রবেশ করিয়া) কৈ, কাকেও দেখছি না যে? বিজয় কি ঘুমুচ্ছে? এ সময়ে ঘুম! বিজয়! বিজয়! উঠ।

(বিজয় সিংহের পুনঃ প্রবেশ)

বিজ। কে আমাকে ডাকলে? এরই মধ্যে কি প্রভাত হল? (বাহিরে আসিয়া) এস, আমি প্রস্তুত আছি।

ভীম। বিজয়! আমাকে চিনতে পাচ্ছ?

বিজ। কার স্বর এ?

ভীম। ভীম সিংহের (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ)

বিজ। ভীম সিংহ! প্রাণাধিক বন্ধু! তুমি কি করে প্রহরীকে প্রতারণা করে এখানে এলে? এই ছদ্মবেশেই কি—

ভীম। বিজয়! আর বৃথা বাক্যব্যয়ের সময় নাই। তুমি এখনি এই ছদ্মবেশ পরিধান করে পালাও।

বিজ। আর তুমি?

ভীম। আমি তোমার পরিবর্ত্তে এই কারাগারে থাকব—

বিজ। আর আমার জন্য প্রাণ দিবে। তাও কি কখন হয়? যদি অনন্ত নরক যন্ত্রনা হতে নিষ্কৃতি পাই, তবুও আমি তাতে সম্মত নই।

ভীম। না বিজয়! তোমার ভুল হয়েছে, আমি মরব না। কালভোজ তোমারই জীবন চায়, আমার জীবন চায় না। আর যদিই তাই হয়, তা হলেই বা ক্ষতি কি? দেখ তোমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, তোমার মৃত্যু হলে তাদের আর উপায় নাই,

তারা বিঘোরে মারা যাবে, সুতরাং তোমার জীবনের উপর আরও দুটী জীবন নির্ভর করছে; কিন্তু আমার কেহ নাই, আমি মর্‌লে কারও কিছু ক্ষতি নাই। তাই বল্‌ছি, তুমি এখনি এই ছদ্মবেশ পরিধান করে পালাও।

বিজ। হায় বন্ধু! আমাকে এমন করে বলোনা; আমি বেশ কুশলে মর্‌তে প্রস্তুত হয়েছিলাম।

ভীম। কুশলে মর্‌তে? না তোমার প্রাণাধিক স্ত্রী পুত্রকে অকূল দুঃখসাগরে, আর নিশ্চিত মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে মর্‌তে? বস্তুতঃ বলছি, বিজয়! আমি নীলাঞ্জনাকে যে অবস্থায় দেখে এসেছি, তাতে তুমি শীঘ্র ফিরে না গেলে, হয় সে আত্মঘাতিনী হবে, না হয় পাগলিনী হবে।

বিজ। ওহ! বুক ফেটে গেল!

ভীম। তুমি এখনও ইতস্ততঃ কর্‌ছ? তবে বিজয়! শোন। তুমি জান আমি প্রতিজ্ঞা করলে কখন তা ভঙ্গ করি না। এখনও আমি প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, তোমাকে উদ্ধার করে তোমার স্ত্রী পুত্রের প্রাণ রক্ষা করব; তা এ প্রতিজ্ঞা আমার কেহ ভঙ্গ করতে পারবে না। যদি জগৎশুদ্ধ লোক এসে আমাকে যেতে বলে, আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না। লাভে হতে এই হবে, তোমার স্ত্রী পুত্র ত মরবেই, বেশীর ভাগ আমাকেও তোমার সঙ্গে মরতে হবে।

বিজ। ভীম সিংহ! ভীম সিংহ! তুমি আমাকে পাগল করলে!

ভীম। যাও! এখনি যাও! যদি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব কর, সকল দিক নষ্ট হবে। ঐ দেখ প্রভাত হচ্ছে। আমার জন্ত ভয় নাই। আমি কালভোজকে বলব, আমরা পরাজয় স্বীকার কর্‌ছি; বলে, যেরূপে পারি, সময় নিব। সেই অবকাশে তুমি একদল বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে, রাত্রে গুপ্তপথ দিয়ে এসে, আমায় উদ্ধার করতে পারবে। যাও! যাও! বিজয়, আর দেরী করোনা, শীঘ্র যাও! আমি যেন শুনতে পাচ্ছি নীলাঞ্জনা পাগলিনীর মত, কাতরভাবে, তোমাকে বার বার ডাক্‌ছে!

বিজ। ভীমসিংহ! বোধ হয় তোমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব আমাকে আজ স্তায়পথ থেকে বিচলিত করলে।

ভীম। সে কি বিজয়! ভীম সিংহ কি কখন তোমাকে অন্যায় পথে পদার্পণ করতে পরামর্শ দিয়েছে?

বিজ। আমার জীবন দাতা! কি করে আমি তোমার এ ঋণভার শুধব! (আলিঙ্গন)

ভীম। দেখ বিজয়! তোমার উষ্ণ নয়ন-জল আমার স্কন্ধে পতিত হয়েছে, এতেই তোমার ঋণ যথেষ্ট পরিশোধ হয়েছে। (বিজয় সিংহকে ছদ্মবেশে সজ্জিত করণ) এইবার ঠিক হয়েছে। মুখ খানা লুকিও, যেন কেহ না দেখতে পায়; আর শিকল ধরে আস্তে আস্তে যেও, তা না হলে শব্দ হবে। এখন এস,— ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!

বিজ। আচ্ছা তবে এখন আসি, কিন্তু রাত্রে আবার

দেখা হবে, তখন হয় তোমায় উদ্ধার করব, না হয় প্রাণ দিব।

[প্রস্থান।

ভীম। (বিজয় সিংহের দিকে দেখিয়া) বাহিরের দ্বার পার হয়েছে, এইবার নিরাপদ। এখন বলি, নীলাঞ্জনা! বল দেখি, তুমি আমাকে অন্যায় সন্দেহ করেছিলে, কি না? আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও কাহাকেও প্রবঞ্চনা করি নাই, এই প্রথম। হে মহৎ সৎ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। বিজয় মনে মনে করেছে আবার আমাদের দেখা হবে, হাঁ হবে। এখানে নয়, (স্বর্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) সেখানে। যে নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেম, আর মিত্রতা, এই পৃথিবীতে পূর্ণ বিকাশের স্থান পায় না, সেখানে গিয়ে, তার স্থির, উজ্জ্বল জ্যোতিতে উভয়ে কালাতিপাত কর্ব। যাই এখন, আমি কারাগারের ভিতর প্রবেশ করি, তা না হলে, বিজয় এদের সীমানা পার না হতে হতেই যদি প্রহরী আমাকে দেখ্তে পায়, তা হলে গোলমাল কর্বে। (কারাগারের ভিতর প্রস্থান)

(লালবাইয়ের প্রবেশ)

লাল। আমি যে কাযে হাত দিয়েছি, কালভোজের বিদ্রূপ শুনে কি তাতে ক্ষান্ত হব? কখনই না! সেই নরাধমকে হত্যা কর্তে পারলে, তবে এ দেশের কণ্টক যায়। বিজয়সিংহ যদি তাকে হত্যা কর্তে অস্বীকার করে? করে,

কর্‌লেই বা। তবু ত আমি তাকে মুক্ত করে তার স্ত্রী পুত্রের কাছে পাঠাতে পার্‌ব, তাই আমার যথেষ্ট। আহা! বিজয় সিংহ মিবারের আশা, মিবারের ভরসা, মিবার বাসীদের উপাস্য দেবতা! বিজয় সিংহ! বিজয় সিংহ! শীঘ্র বেরিয়ে এস!

(ভীমসিংহের পুনঃ প্রবেশ)

তুমি কে? বিজয় সিংহ কোথা?

ভীম। বিজয়সিংহ পালিয়েছে।

লাল। পালিয়েছে?

ভীম। হাঁ, কেহ যেন তাকে ধর্‌তে না যায়। (সহসা সজোরে লালবাইয়ের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া) আমার ধৃষ্টতা মাপ কর্‌বেন। এ সময়ে এক মুহূর্ত্তও বিজয়ের নিকট অমূল্য।

লাল। আর যদি আমি প্রহরীকে ডাকি?

ভীম। তা হলেও বিজয় আর এক মুহূর্ত্ত সময় পাবে।

লাল। আর যদি আমি এই রূপে মুক্ত হই (সহসা বাম হস্তে এক খানি চন্দ্রহাস বহিস্করণ)

ভীম। আমার বুকে বসিয়ে দেও, কিন্তু মরবার সময়েও আমি তোমার হাত ছাড়্‌ব না।

লাল। আমাকে ছেড়ে দেও। আমি সত্য করে বল্‌ছি, আমি প্রহরীকেও ডাক্‌ব না, কিম্বা বিজয়কে ধর্‌বার জন্য লোকও পাঠাব না।

ভীম। এখনই ছাড়ছি। আমি তোমার চোখের জ্যোতি দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি সামান্যা স্ত্রীলোক নও, তোমার মন অতি উচ্চ।

লাল। তোমার নাম কি? কোন ভয় নাই, মুক্ত কণ্ঠে বল। প্রহরী আমার আজ্ঞায় বাহিরের ফটকে গেছে।

ভীম। আমার নাম ভীমসিংহ।

লাল। কি! তুমিই রাজপুত সৈন্যের অধিনায়ক?

ভীম। কাল আমি তাই ছিলাম বটে, আজ কালভোজের বন্দী।

লাল। বোধ হয় বিজয় সিংহের সহিত বন্ধুত্বের জন্যই তুমি এ কায করেছ?

ভীম। বিজয় সিংহ আমার বন্ধু,—তাঁর জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি সত্য, কিন্তু বন্ধুত্ব অপেক্ষা আরও কোন পবিত্র বন্ধনী এ কাযের মূল কারণ।

লাল। আর একটী মাত্র মনোবৃত্তি আছে, যার জন্য তুমি এ কায কর্‌তে পার।

ভীম। কি—সে?

লীল। অকপট প্রেম।

ভীম। তাই বটে।

লাল। ধন্য ভীমসিংহ! ধন্য তোমার উদারতা! দেখ, আমিও বিজয়কে মুক্ত কর্‌বার জন্যই এখানে এসেছিলাম। যদি আমি তোমার বন্ধুকে মুক্ত করতাম—

ভীম। কি! তাও কি হতে পারে! নীলাঞ্জনা ছাড়া কি আর কোন স্ত্রীলোকে এত সাহস, এত দয়া আছে!

লাল। ছি ভীমসিংহ! তুমি কি আমাদের জাতিকে এত নীচপ্রকৃতি মনে কর?

ভীম। তা নয়। তোমরা এক পক্ষে আমাদের চেয়েও শতাংশে উৎকৃষ্ট, কিন্তু আর এক পক্ষে আবার আমাদের চেয়েও নিকৃষ্ট।

লাল। আচ্ছা, ভীমসিংহ! আজ যদি আমি তোমাকে কালভোজের হাত থেকে মুক্ত করে তোমাকে স্বদেশে পাঠাই, আর তোমাদের স্বদেশের শত্রুকে নিপাত করি, তা হলে তুমি আমাকে সাধুবাদ দেও না?

ভীম। কার্য্য বিচার করতে হলে, কি উপায়ে সে কার্য্য সমাধা হবে, তা জানা আবশ্যক।

লাল। আমি তোমাকে, যেখানে পরপীড়ক, রাজস্থানের কণ্টক, পাপাত্মা কালভোজ শুয়ে ঘুমুচ্ছে, সেখানে নিয়ে যাই চল।

ভীম। কালভোজ কি তোমার কোন অনিষ্ট করেছে?

লাল। দারুণ অনিষ্ট করেছে। মানুষে মানুষের যত দূর অনিষ্ট করতে পারে, ততদূর করেছে।

ভীম। তুমি বল্‌ছ, আমি নিদ্রিত কালভোজকে এই চন্দ্রহাস দ্বারা হত্যা কর্‌ব?

লাল। কেন, সে কি শৃঙ্খল-বদ্ধ বিজয়সিংহকে হত্যা

কর্‌তে উদ্যত হয় নি? যে ব্যক্তি শৃঙ্খলবদ্ধ, আর যে নিদ্রাগত, উভয়ে প্রভেদ কি? কেহই ত আত্মরক্ষায় সমর্থ নয়। দেখ ভীমসিংহ! সে যে আমার প্রতি দারুণ কুব্যবহার করেছে, আমি তা ধর্‌ছি না, আমি কেবল সদুদ্দেশেই তোমাকে এ কায কর্‌তে বল্‌ছি।

ভীম। যিনি ন্যায়ের আদর্শ, যিনি ন্যায়েরও ন্যায়, সেই ভগবানের উদ্দেশ্য নয়, যে কোন সৎকার্য্য, কোন অসৎ কার্য্যের দ্বারা সাধিত হয়।

লাল। তবে, রাজপুত! তুমি যদি তোমার স্বদেশের প্রতি অত্যাচার এত তুচ্ছ বলেই মনে কর ত তোমাকে কায নাই, আমি একাকিনীই এ কার্য্য সমাধা কর্‌ব।

ভীম। তা হলে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়। মিবার রক্ষা কর্‌তে গিয়ে তোমার প্রাণ যাবে। দাও, চন্দ্রহাস আমাকে দাও। (লাল বাইয়ের ভীমসিংহকে চন্দ্রহাস প্রদান)

লাল। এখন আমার পিছনে পিছনে এস। কি কর্‌ব, এর আর অন্য উপায় নাই। প্রথমে, তোমার প্রহরীকে খুন কর্‌তে হবে।

ভীম। যে প্রহরী এখানে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল?

নীলা। হাঁ তাকেই। সে তোমাকে দেখ্‌তে পেলেই চেঁচিয়ে গোল করে দিবে।

ভীম। প্রথমেই সেই প্রহরীকে খুন কর্‌তে হবে? না, আমি এ কায পার্‌ব না। এই নেও তোমার চন্দ্রহাস।

লাল। ভীমসিংহ!

ভীম। দেখ, সে ব্যক্তি যথার্থ হৃদয়বান লোক। অনেকে মানুষ বলে পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু তারা পশু অপেক্ষাও অধম। সেই প্রহরীকে আমি কারাগারে প্রবেশ করবার জন্য, অমূল্য রত্নহার পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছি, তাতেও সে পথ ছেড়ে দেয়নি, কিন্তু যখন স্ত্রী পুত্রের দোহাই দিয়ে বলেছি, তখন বিনা বাক্যব্যয়ে দ্বার ছেড়ে দিয়েছে। এমন লোককে আমি সমস্ত রাজস্থানের মঙ্গলের জন্যও খুন করতে পারব না।

লাল। তবে তাকে আমাদের সঙ্গে নিতে হবে। সে ভ আমার রৈল।

ভীম। তা ভাল করে বুঝে দেখ। কেন না, য' আমি অনন্ত নরক যন্ত্রণা হতেও নিস্তার পাই, তা হলেও তার গায়ে হাত তুলব না!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—কালভোজের শিবির।

(কালভোজ পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত।)

কাল। (নিদ্রিতাবস্থায়) মেরে ফেল্ ওকে! কেটে ফেল্! টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্! ওর জীবটা সাঁড়াশী দিয়ে টেনে বার করে নে!—ছাড়িস্‌নে—ও বিশ্বাসঘাতক! ওরে, সরে দাঁড়া—সরে দাঁড়া—ও কেমন ছট্‌ফট্ কর্‌ছে আমি দেখি! কেমন রক্ত

গড়িয়ে যাচ্ছে দেখি! হা-হা-হা! গোঁ গোঁ করছে—আর একবার শুনি—আর একবার শুনি!

(ভীমসিংহ ও লালবাইয়ের প্রবেশ)

লাল। ঐ দেখ পাপিষ্ঠ ঘুমুচ্ছে! আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করো না।

ভীম। তা হলে তুমি এখন যাও। এ সকল কায স্ত্রীলোকের সামনে করা ভাল নয়।

লাল। আর দেরী করো না—দেরী করো না, তা হলে হয়ত—

ভীম। তুমি তোমার শিবিরে যাও। আমি কায শেষ করে, তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব। কিন্তু তুমি এর ভিতর আছ, কেহ যেন না জান্তে পারে, সেইটী সাবধানে থেকো।

লাল। তবে আমি প্রহরীকে সরে যেতে বলিগে।

[প্রস্থান।

ভীম। এইবার আমাদের দেশের শত্রু, আমাদের শান্তি অপহারক দুরাত্মা দস্যুকে হাতে পেয়েছি।—এই যে বেশ ঘুমুচ্ছে! হে ভগবান! এর চোখেও ঘুম আছে!

কাল। (নিদ্রিতাবস্থায়) দূর হ! দূর হ! এই ভয়ানক পিশাচগুল যে আমার বুক ছিঁড়ে ফেল্লে!

ভীম। না—আমি ভেবেছিলেম অকাতরে ঘুমুচ্ছে! তা নয়। নিদ্রাদেবী এমন দুরাত্মাকে শান্তি দিবেন কেন? ওরে

উচ্চাভিলাষী পাষণ্ডগণ! তোরা যে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দেশশুদ্ধ রক্তে প্লাবিত কর্‌তে কুণ্ঠিত হস্‌নে, একবার দেখে যা, পাপিষ্ঠদের নিদ্রায় কত সুখ! এইবার কালভোজ আমার হাতে পড়েছে, (চন্দ্রহাস উত্তোলন করিয়া) এর এক আঘাতেই —না! আমি এ কায কর্‌তে পার্‌ব না। শেষে লোকে আমাকে বল্‌বে হত্যাকারী, তা কখনই হবে না। যা হোক্‌, লালবাইকেও বাঁচাতে হবে (পর্য্যঙ্কের নিকট গিয়া এবং কালভোজের গা ঠেলিয়া) কালভোজ! কালভোজ! উঠ! উঠ!

কাল। নিদ্রাভঙ্গে সচকিতে) কে তুই?—প্রহরি! প্রহরি!

ভীম। চুপ্‌! আর একটী কথা বল্‌বি ত এই ছোরা তোর বুকে বসিয়ে দিব! প্রহরীকে ডাক্‌ছিস্‌ কি? প্রহরী আস্‌বার আগেই আমি তোকে খুন করে পালাব।

কাল। তুই কে? কি চাস্‌?

ভীম। আমি তোর শত্রু, রাজপুত ভীমসিংহ! তোকে খুন করা আমার অভিপ্রায় নয়, তা না হলে তুই ত' ঘুমুচ্ছিলি, তোকে আমি ডেকে জাগাতেম না।

কাল। বল, তবে তোমার অভিপ্রায় কি?

ভীম। দেখ কালভোজ, এখন তুমি আমার হাতে আছ, যা জিজ্ঞাসা করি ঠিক করে বল দেখি। কোন রাজপুত কি কখন কোন মহারাষ্ট্রীয়ের অনিষ্ট করেছে? কিন্তু তুমি, কি তোমার সেনাবল, কখন কি কোন রাজপুতকে হাতে পেয়ে

ছেড়ে দিয়েছ?—দেও নি। এখন দেখ রাজপুতেরা কেমন করে প্রতিশোধ নেয়—(চন্দ্রহাস কালভোজের পদতলে নিক্ষেপ)

কাল। (মস্তক অবনত করিয়া চিন্তা করিতে করিতে পরিক্রমণ) একি! এও কি সম্ভব!

ভীম। তুমি কি এতে আশ্চর্য্য বোধ কর্‌ছ? কেন, ক্ষমাই ত মানুষের প্রধান ধর্ম্ম। অন্ততঃ তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ ত, ইহা রাজপুতদের প্রধান ধর্ম্ম।

কাল। ভীমসিংহ! তুমি যথার্থই আমাকে বিস্মিত করেছ, বশীভূত করেছ! (কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ভাবে পুনরায় পরিক্রমণ)

(লালবাইয়ের পুনঃপ্রবেশ)

লাল। কায শেষ করেছ? দুরাত্মা মরেছে?—(কালভোজকে দেখিয়া) না, এই যে এখনও বেঁচে আছে! তবেই আমার দফা শেষ দেখ্‌তে পাচ্ছি। ভীমসিংহ! তুমি কি ভয় পেলে, না বিশ্বাসঘাতক হলে?

কাল। একি! একি! তুমি কি—

ভীম। লালবাই! লালবাই! শীঘ্র এখান থেকে যাও, আমি কালভোজের কাছে আছি।

লাল। কি ভীমসিংহ! তুমি কি মনে করেছ, তোমার হাতে এই নরাধমের মৃত্যুর জন্য আমি ঐ চন্দ্রহাস দিয়েছি, তা গোপন, কি অস্বীকার কর্‌ব? কখনই না। আমার দুঃখ এই যে তুমি এ কাযের অযোগ্য। তোমাকে আমি এ কাযে নিযুক্ত করে

ভাল করি নাই, নিজেই এ কায করা উচিত ছিল। যাহোক, ভীমসিংহ! তুমি এখনি দেখ্‌তে পাবে, অযোগ্য পাত্রে দয়া প্রকাশ করে কি কুকায করেছ।

কাল। প্রহরি! শীঘ্র এই পাগলীকে এখান থেকে নিয়ে যাও!

লাল। হাঁ, আমিও প্রহরীকে ডাক্‌ছি, আমি জানি এখনি তারা আমাকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাবে। কিন্তু, কালভোজ, মনে করো না আমি তাতে ভয় করি। তুমি আমার প্রতি যে দারুণ অন্যায় ব্যবহার করেছ, যদি আমি তার প্রতিশোধ নিবার জন্য বিফলপ্রযত্ন হতেম, তা হলে আমার লজ্জা হত, ঘৃণা হত; কিন্তু আমি যখন, একজন নরঘাতি, রক্তপিশাচ, রাক্ষসকে হত্যা করে, শত শত লোকের প্রাণ রক্ষার কল্পনায় নিষ্ফল হয়েছি, তখন আমি সুস্থিরচিত্তে মর্‌তে পারব। কেন না, সফল না হলেও, আমার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল।

ভীম। তোমার উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, এ কাযটীও যদি তদনুরূপ হত, তা হলে নিশ্চয় জেনো, লালবাই, আমি কখন এ কাযে পরাঙ্মুখ হতেম না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

কাল। এই পাপিয়সীকে এখনি বন্ধন করে নিয়ে যাও। এ তোমাদের সেনাপতিকে হত্যা কর্‌তে চেষ্টা করেছিল।

লাল। খবরদার! আমাকে স্পর্শ করিস্‌ না। আমি আপনিই যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে রাক্ষসদলের সেনাপতিকে

কিছু বলে যাব। ভীমসিংহ! আমি কায়মনোবাক্যে তোমাকে ক্ষমা করছি। তোমার মহত্বের জন্য আমার প্রাণ গেল সত্য, কিন্তু তুমি আমাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলে। প্রথমে, তোমার মহত্বের জন্য সাধুবাদ দিচ্ছি, দ্বিতীয়তঃ, তোমার দয়ার জন্য। শেষে এই প্রার্থনা, যেন মৃত্যুর পর আমাকে ঘৃণা করো না। যদি তুমি জান্‌তে, এই পাপিষ্ঠ মায়াবী কিরূপ কুহকে আমাকে ভুলিয়ে, আমার আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে এনেছে, তা হলে—

কাল। প্রহরি! এখনও বিলম্ব কর্‌ছিস্‌? শীঘ্র একে এখান থেকে নিয়ে যা!

লাল। ভীমসিংহ! যদি তুমি তা জান্‌তে, তা হলে নিশ্চয়ই তোমার দয়া হত।

ভীম। মা! আমি অন্তরের অন্তর হতে তোমার জন্যঁ দুঃখিত।

কাল। শুন্‌লি না? এখনি নিয়ে যা! পাপিয়সীকে এখনি কারাগারে নিয়ে যা!

লাল। আর একটু অপেক্ষা কর, আমার হয়েছে। জগৎ! তোমার কাছ থেকে আমি বিদায় হচ্ছি! ভীমসিংহ! বিদায় হই! নির্দ্দয় পাপী! বিদায় হই! মনে থাকে যেন, আবার দেখা হবে,—এখানে না, পরকালে। তখন, আমার বৃদ্ধা জননীকে কন্যা-শোক প্রদান করে যে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিলি, ভগিনীর সতীত্ব রক্ষার্থ উদ্যত আমার ভ্রাতাকে যে স্বহস্তে

বধ করেছিস্, আমার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী দিয়েছিস্, আর আমাকেও যে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে শেষে হত্যা কর্‌লি, এ সকল কথাই তোর মনে পড়্‌বে।

কাল। দেখ্ হতভাগা! যদি আমার কথা শুনে একে এখনি এখান থেকে না নিয়ে যাস্, আমি তোদের সকলগুলকে টুক্‌র টুক্‌র করে কাট্‌ব।

লাল। আমি চল্লেম।—কালভোজ! আমার জীবন যে সুকৃতিমালায় পরিশোভিত হয়নি, সে তোমার দোষে; কিন্তু আমার মৃত্যু, আমার হাতে। দেখ মহারাষ্ট্র-বালা কিরূপে মরে।

[প্রহরীর সহিত প্রস্থান।

কাল। ভীমসিংহ! তুমি একজন সাহসী ও খ্যাতনামা বীরপুরুষ। বোধ হয়, ও পাগলিনীর কথা তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না? ওর ওরূপ করবার কারণ, বোধ হয় ও বিজয়সিংহকে ভালবাসে। তুমি জান বোধ হয়, বিজয়সিংহ এখন আমার বন্দী?

ভীম। বিজয়সিংহ এখন আর তোমার বন্দী না।

কাল। কেন?

ভীম। আমি ছদ্মবেশে, প্রহরীকে প্রতারণা করে, তাকে উদ্ধার করতে এসেছিলাম—আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে! এখন আমি, বিজয়সিংহের পরিবর্তে, তোমার বন্দী।

কাল। কি বল্‌লে? বিজয় পালিয়েছে? তবে কি আমার প্রতিশোধ-বাসনা চিরকালই অসম্পূর্ণ থাক্‌বে?

ভীম। তুমি এ ইচ্ছা পরিত্যাগ কর, তা হলে তোমার হৃদয় শান্তিলাভ কর্‌বে।

কাল। আমি একা, সহস্র সহস্র শত্রুর সম্মুখীন হতে পারি, কিন্তু স্বভাব পরিত্যাগ কর্‌তে পারি না!

ভীম। তবে, কালভোজ, তুমি বীর নাম প্রার্থনা করো না। যদি আত্ম সংযমই না কর্‌তে পারলে, তবে তুমি কিসের বীর? দেখ, আত্মসংযম বিষয়ে দৈবের কোন ক্ষমতা নাই। তুমি যুদ্ধে যাও, হয়ত তুমি জয়ী হবে, না হয়ত পরাজিত ও অপমানিত হবে। কিন্তু সুপ্রবৃত্তি আর কুপ্রবৃত্তির সংগ্রামে সেরূপ নয়। যদি দৃঢ় সঙ্কল্প কর, তা হলে তোমার সুপ্রবৃত্তির জয় হবেই হবে।

কাল। রাজপুত! আমি তোমার উপর অকৃতজ্ঞ কিম্বা নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার কর্‌ব না। তুমি স্বচ্ছন্দে দেশে ফিরে যাও, আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি।

ভীম। অবশ্য, একায তুমি ধর্ম্মানুসারে, আর কর্ত্তব্য অনুসারে কর্‌ছ, সে কথা স্বীকার কর্‌ব।

কাল। দেখ, ভীমসিংহ! আমি তোমাকে প্রসংসা না করে থাকতে পারি না। আমার ইচ্ছা, আমার তোমার সঙ্গে সদ্ভাব হয়।

ভীম। তবে আমি বিদায় হই। তুমি লালবাইয়ের প্রতি দয়া প্রকাশ কর, ধর্ম্মের বন্ধু হও, তা হলেই আমার হবে।

[প্রস্থান।

কাল। উচ্চাভিলাষ! এত দিন আমি জল ভ্রমে মরীচিকার অনুসরণ করেছিলাম! উচ্চাভিলাষে সে সুখ কোথা. যার জন্য উহা আমার এত প্রিয়? আমি সুখ্যাতি লাভ করলেম, জগৎ তাতে হিংসান্বিত হল; আমি ভালবাসলেম, তার পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতা পেলেম; আমি বীর-পদবীতে উঠলেম, একটা বালক এসে আমাকে পদচ্যুত করলে; আমি প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলেম, একটা অসভ্য রাজপুত এসে আমাকে বাধা দিলে—তার ধর্ম্মবলের নিকট আমি পরাভূত হলেম, আমার মস্তক অবনত হল। সুখের পরিবর্ত্তে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি গরল উঠতে পারে? হায়! যদি এখন আমি আমার জীবন পুনরায় আরম্ভ করতে পারতেম! কিন্তু তাত হবার নয়। যে বীষ হৃদয়ে স্থাপন করেছি, সেই বীষেই চিরকাল দগ্ধ হতে হবে। স্বহস্তে যে বীষ ভক্ষণ করেছি, এখান কার দোষ দিব?

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—অরণ্য

[পশ্চাতে কুটীর]

(নীলাঞ্জনা উপবিষ্টা। সম্মুখে পত্র শয্যাপরে শিশু নিদ্রিত। ঝড়, মেঘ, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত।)

নীলা। ওরে দেহ! তুই অতি দুর্ব্বল। মনের মত তোর শক্তি নাই। আমার মন প্রিয়তমের অন্বেষণে অক্লান্ত, কিন্তু শরীর অবসন্ন। হায়! এই সাধের ভার বহন করতে করতে ক্লান্ত হয়েছি বলে, বাছাকে শুষ্ক পত্রশয্যাপরে শুইয়েছি, ননির পুতুলটী আমার অকাতরে ঘুমুচ্ছে! এত মেঘ, এত ঝড় এত বিদ্যুৎ, এত বজ্রাঘাত বাছা কিছুই জানে না। আমি যদি জানতেম প্রিয়তমের সঙ্গে আর দেখা হবে না, তা হলে আমিও এর পাশে ঘুমুতেম,—কিন্তু আমি আর জাগ্‌তেম না! হা প্রাননাথ! আর কি দেখা হবে না? (ঝড় ও বজ্রাঘাত) বও! বও! ঝড় তুমি বয়ে যাও। ডাক মেঘ, বজ্রনাদে পৃথিবী কাঁপিয়ে ডাক! এ দুঃখিনীর প্রতি কেও দয়া কর’ না, তাতে আমার কষ্ট বাড়্‌বে না। আমার অন্তরে যে মেঘ, যে ঝড় বচ্ছে, তোমরা তার কাছে কি ছার!

রাগিণী টোড়ি ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

প্রেমের প্রবাহ নাথ, ভুবন ভুলান ধন।
চকোরীর সুধাকর, চাতকীর নবঘন।
কে হরিয়ে নিল তাঁরে, বল রে বল আমারে,
প্রাণে আর সহে নারে, বিষম বীষ দহন।
কোথা গেলে তাঁরে পাব,কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াব,
আর কার মুখ চা'ব, কে আর আছে আপন।

(ঝড় ও বজ্রাঘাত)

গগণ গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
সবে হলে নিদারুণ, কেমনে রবে জীবন।

এখনও কি আশা মিটে নি, এখনও দুঃখিনীর দুঃখ পূর্ণ হয় নি ? ঝড় ! তুমি থামবে না ? বজ্র ! তুমি নিরব হবে না ? হায় ! বাছার যে ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তোমাদের কি দয়া নাই ?—না, বাছা আমার অকাতরে ঘুমুচ্ছে !—শমন ! কবে তুমি আমাকে কোলে নিবে ? আমি চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়ে সকল জ্বালা ভুলব !—বাছাকে আমার আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখি, তা হলে আর বেশী ঝড় লাগ্‌বে না।

(তথাকরণ)

(নেপথ্যে, দূরে, বিজয়সিংহ। নিলাঞ্জনা ! নিলাঞ্জনা)

নীলা। হাঁ—একি ! আমাকে কে ডাকলে না ?

(নেপথ্যে, অপেক্ষাকৃত নিকটে, বিজ। নিলাঞ্জনা ! নিলাঞ্জনা !)

নীলা। হৃদয় ! স্থির হও। দয়াময় কি মুখ তুলে চাইলেন ? নাথের গলার শব্দ না ?

(নেপথ্যে, আরও নিকটে, বিজ। নিলাঞ্জনা !)

নীলা। হাঁ, তিনিই ত। নাথ ! এই যে আমি—

[বেগে প্রস্থান।

(দুই জন মহারাষ্ট্র সৈন্যের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। আমি ত তোকে বল্লুম, আমাদের তাঁবুর খুব কাছে এসেছি। ঐ যে কথা শুনতে পেলি, ও আমাদের সঙ্কেত কথা।

২য় সৈন্য। যা হোক, আমরা যে শক্রদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে যেতে, পাহাড়ের ভিতর দিয়ে তাদের গুপ্ত-পথের অনুসন্ধান পেয়েছি, এটা সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। এ খবর সেনাপতির কাছে দিতে পার্‌লে. নিশ্চয়ই আমরা পুরস্কার পাব।

(উভয়ের অগ্রসর)

১ম সৈন্য। এই দিক দিয়ে আয়। উঃ। দেখেছিস আকাশে কি ভয়ানক মেঘ করেছে ! কি ঝড় ! কি বজ্রাঘাত !

(নিলাঞ্জনার শিশুকে অবলোকন)

আরে একি ? দেখ্, দেখ্, একটা ছেলে পড়ে রয়েছে !

২য় সৈন্য। তাইত! বা! দিব্বি ছেলেটা! চল্ আমরা এটাকে নিয়ে যাই।

১ম। না, না, আমি ওটাকে নিব। আমার একটী ছেলে আছে, ও বড় হলে তার গোলামী কর্‌বে।

[শিশুকে লইয়া প্রস্থান।

(নেপথ্যে নীলাঞ্জনা। এই যে, নাথ! এই দিকে।)

(বিজয়সিংহের সহিত নীলাঞ্জনার পুনঃপ্রবেশ)

নীলা। এই দেখ, আমি ঠিক বলেছি, এই দিকে,— ঐ যে, ঐ গাছ তলায়। মায়ের কি ভুল হতে পারে? আহা! বাছা কিছুই জানে না, অকাতরে ঘুমুচ্ছে। চল; তুমি গিয়ে দেখ্‌বে, না আমি এখানে নিয়ে আস্‌ব? তাই ভাল, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি কোলে করে আন্‌ছি। আহা! সে চাঁদমুখের হাসি দেখ্‌লে, তুমি এখনি সব কষ্ট ভুলে যাবে।

(নীলাঞ্জনার বৃক্ষতলে গমন, এবং শিশুকে না দেখিয়া চিৎকার শব্দে পতন)

বিজ। (সবেগে নীলাঞ্জনার নিকট গিয়া ধরিয়া তুলিয়া) কি হয়েছে? কি হয়েছে?

নীলা। কৈ, আমার ছেলে কোথা? আমি যে এখানে শুইয়ে রেখে গিয়েছিলাম! এই যে আমি দেখে গেলেম বাছা দিব্বি ঘুমুচ্ছে!

বিজ। হা ভগবান।

নীলা। ওগো বলনা, আমার ছেলে কোথা? আমার হারাধন! আমার নিলমনি!

বিজ। প্রিয়ে! তোমার ত ভুল হয় নি? তুমি ঠিক এই খানেই তাকে শুইয়ে রেখে গিয়েছিলে ত?

নীলা। ওগো, হাঁ গো! এই যে পাতাটাতা, যেমন জড় করে শুইয়েছিলেম, তেমনই রয়েছে, যে কাঁথা খানা পেতে শুইয়েছিলেম, সে খানা পর্য্যন্ত এই যে পড়ে রয়েছে। ওহ! বাবা আমার! কে আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

বিজ। প্রিয়তমে! স্থির হও। বোধ হয়, তুমি যখন ছিলে না তখন জেগে উঠে, খেলা কর্‌তে কর্‌তে, কি রকম গড়িয়ে গড়িয়ে, অন্য কোন স্থানে গিয়ে থাক্‌বে। এস, আমরা খুঁজি। (খুঁজিতে খুঁজিতে) এই যে, এখানে এক খানি কুটীর দেখ্‌তে পাচ্ছি।

নিলা। হাঁ,হাঁ, ও খানে একজন বুনো থাকে, ঐ বুনোই বোধ হয় আমার ছেলে নিয়েছে! (সজোরে কুটীরের দ্বারে আঘাত) দে, দে, আমার ছেলে দে!

(কুটীর হইতে সাধু দুর্গাদাসের প্রবেশ)

দুর্গা। কে আমার ধ্যান ভঙ্গ কর্‌লে?

নীলা। দে, আমার ছেলে ফিরিয়ে দে! আমার ছেলে দে!

(কুটীরে প্রবেশ)

বিজ। একি! গুরুদেব যে! গুরুদেব—(চরণে পতন)

দুর্গা। উঠ, উঠ, বৎস বিজয়! ভাল আছ ত?

নীলা। ও কি, নাথ! তুমি যে ওর পায়ে ধর্‌চ? ও আগে আমার ছেলে ফিরিয়ে দিক্। দে, আমার ছেলে দে!

দুর্গা। এর মানে কি, বিজয়? এ স্ত্রীলোক কে?

বিজ। গুরুদেব! কি বলব? এটী আমার স্ত্রী। আমি এই মাত্র মহারাষ্ট্র কারাগার হতে ফিরে এসে শুন্‌লেম, আমার স্ত্রী এই বনের দিকে এসেছে। সেই জন্য আমি ডাক্‌তে ডাক্‌তে এই দিকে এলেম। আমার গলার স্বর শুনে, আমার স্ত্রী এই গাছতলায় নিদ্রিত শিশুকে ফেলে, আমার কাছে দৌড়ে গেল। পরে উভয়ে এসে আর শিশুকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

দুর্গা। বাছা! তুমি কেমন করে তোমার ছেলেকে শুইয়ে রেখে গিয়েছিলে?

নীলা। ওহ! আর বোলোনা! আর বোলোনা! আমি পাষাণী! আমি রাক্ষসী! আমি কেমন করে দুধের ছেলেকে একলা ফেলে রেখে গিয়েছিলেম! না—আমি যাই! আমি যাই! আমি যেখানে পাব সেখান থেকে আমার ছেলেকে খুঁজে আনব।

[দ্রুত প্রস্থান।

বিজ। গুরুদেব! আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার স্ত্রী পুত্রশোকে উন্মাদিনীর ন্যায় হয়েছে, এ সময়ে ওর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া আবশ্যক।

দুর্গা। অত্যন্ত আবশ্যক। তুমি যাও—ঐদিকে তোমাদের শিবির। আমিও আস্তে আস্তে তোমার পিছনে পিছনে যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সম্মুখে মহারাষ্ট্র শিবিরের প্রান্তভাগ, পশ্চাতে একটী নির্ঝর, তদুপরে বৃক্ষসেতু। নেপথ্যে ভেরী-শব্দ।

(গণেশ ও কতিপয় সৈন্যের ভীমসিংহকে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া লইয়া প্রবেশ)

গণে। ওকে টেনে নিয়ে এস। ও নিশ্চয় মিথ্যা কথা বল্‌ছে।

ভীম। মিথ্যা কথা? আমি মিথ্যা কথা বল্‌ব? কি বল্‌ব, যুদ্ধস্থলে যদি তোকে, আর তোর এই সৈন্যদের পেতেম, তা হলে দেখিয়ে দিতেম মিথ্যা কথা কি সত্য কথা।

(নেপথ্যে ভেরী-শব্দ)

গণে। রাজপুতদলের সেনাপতি, ভীমসিংহ, চুপে চুপে পলাতকের মত, আমাদের তাঁবুর পিছন দিয়ে যাচ্ছিল, এ কথা কে বিশ্বাস কর্‌বে?

ভীম। চুপে, চুপে?

গণে। তোমার যা বলবার থাকে, আমাদের সেনাপতিকে বল, এই তিনি আস্‌ছেন।

(কালভোজের প্রবেশ)

কাল। এ কি! ভীমসিংহ যে!

ভীম। দেখে বড় আশ্চর্য্য হয়েছ, সন্দেহ নাই?

কাল। শৃঙ্খল বদ্ধ!

ভীম। হাঁ, তা বন্ধন বেশ দৃঢ় আছে, তুমি সচ্ছন্দে আমার নিকটে এস।

গণে। এ ব্যক্তি আমাদের তাঁবুর পিছন দিয়ে চুপে চুপে পালাচ্ছিল, প্রহরীরা একে বন্দী করেছে।

কাল। এমন কাযও করে, এখনই ছেড়ে দেও, এখনই ছেড়ে দেও!—ভীমসিংহ! আমার সৈন্যেরা তোমার প্রতি এরূপ কুব্যবহার করেছে, এতে আমি বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি।

ভীম। তা হলে, যথার্থ যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছ।

কাল। আর তোমার মত বীরপুরুষ যে নিরস্ত্র যায়, তাও আমার ইচ্ছা নয়। (একখানি তরবারি দিয়া) এই তরবারিখানি, যদিও তোমার শত্রুরা হাতে শোভা পেত. কিন্তু গ্রহন করলে বড় বাধিত হব। দেখ, মহারাষ্ট্রীয়েরাও বীরের মর্য্যাদা জানে।

ভীম। রাজপুতেরাও ক্ষমা জানে।

কাল। ভীমসিংহ ও কালভোজ, উভয়ে কি বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে না?

ভীম। যে পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র সৈন্যেরা রাজস্থান পরিত্যাগ করে স্বদেশে না ফিরে যায়, ততদিন নয়।—এখন আমি যেতে পারি?

কাল। সচ্ছন্দে।

ভীম। আবার ত আমাকে বন্দীভাবে ফিরে আসতে হবে না?

কাল। না—দেখ, ঘোষণা করে দেও, ভীমসিংহ যাচ্ছেন, কেহ যেন তাঁকে বাধা না দেয়।

(এ্যম্বক ও দুইজন সৈন্যের বিজয়সিংহের শিশুকে লইয়া প্রবেশ)

ত্র্যম্ব। সেনাপতি মহাশয়! এই দুই জন সৈন্যকে কাল বিপক্ষরা বন্দী করেছিল। এরা পালিয়ে আসবার সময়ে, আমরা এতদিন ধরে রাজপুতদের পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যে গুপ্তপথের অনুসন্ধান করছিলেম, তার সন্ধান পেয়েছে।

কাল। চুপ কর, নির্ব্বোধ, দেখতে পাচ্ছ না? (ভীমসিংহের দিকে ইঙ্গিত)

ত্র্যম্ব। আসবার সময়ে এরা একটা রাজপুত শিশু কুড়িয়ে পেয়েছে। বোধ হয়—

কাল। ও শিশুকে নিয়ে আমি কি করব? ওকে কোন

নদীর জলে, কিম্বা কোন পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দেও গে।

ভীম। দেখি! দেখি!—হা ভগবান্! এ যে দেখ্‌ছি বিজয় সিংহের ছেলে! দেও, দেও, আমাকে দেও!

কাল। কি বল্‌লে? বিজয়সিংহের ছেলে! (শিশুকে গ্রহন) তবে এ, এর বাপের জন্য জামিন্ রৈল। আমি আবার বিজয়সিংহকে হাতে পেয়েছি!

ভীম। তুমি বল কি! এই দুধের ছেলেকে ওর মার কাছ থেকে রাখবে?

কাল। রাখ্‌ব না? যখন বিজয় সিংহকে দেখ্‌ব ঘোরতর যুদ্ধে আমার সৈন্যদিগকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত কর্‌ছে, তখন এই ছেলেকে দেখিয়ে বল্‌ব, আর এক পাও অগ্রসর হবি ত এই ছেলেকে আছড়ে মারব। তখন কি মজা হবে বল দেখি।

ভীম। আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

কাল। দেখ, বিজয়সিংহের সঙ্গে আমার অনেক দিনের দেনা পাওনা আছে। এই শিশুকে দিয়েই সে হিসাব নিকাশ হবে। (একজন সৈন্যের নিকট শিশুকে প্রদান)

ভীম। ওরে! ওরে! তুই কি মানুষ? এমন অপোগণ্ড দুধের ছেলের গায়ে হাত তুল্‌বি কি করে? চেয়ে দেখ্. চেয়ে দেখ্, ও তোকে দেখে হাস্‌ছে!

কাল। এ শিশুটী দেখ্‌তে ঠিক এর মায়ের মত হয়েছে, না?

ভীম। দেখ্ কালভোজ! তুই আমার হৃদয়ে আগুন

জ্বেলে দিয়েছিস্! যদি এই শিশুর এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়ে, তা হলে তার পরিবর্ত্তে তোদের শত শত মুণ্ড মাটিতে গড়াবে! পাষণ্ড-দলনী দুর্গা স্বয়ং এসে তোদের সমূলে নির্ম্মূল করবেন!

কাল। তাও স্বীকার।

ভীম। (কালভোজের পদতলে পড়িয়া সাশ্রু নয়নে) বীরবর! তোমার পায়ে ধর্ছি, তুমি এ শিশুকে পরিত্যাগ কর। দেখ, ভীমসিংহ অদ্যাবধি কোন জীবিত লোকের পায়ে ধরে নি, কিন্তু তোমার কাছে আমি এই শিশুর প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছি। আমি তোমার প্রাণদান করেছি, অন্ততঃ তা ভেবেও এই শিশুকে রক্ষা কর। আমি করযোড়ে, কাতরভাবে তোমার কাছে এই শিশু ভিক্ষা চাচ্ছি, দেও, তা হলে যাবজ্জীবন আমি তোমার কেনা দাস হয়ে থাক্‌ব।

কাল। ভীমসিংহ! আমি তোমাকে মুক্ত করেছি, তুমি সচ্ছন্দে চলে যাও, কিন্তু এ শিশু আমার কাছে থাক্‌বে।

ভীম। তবে দেখ্‌ছি স্বয়ং ভগবানই আমাকে এই অস্ত্রখানি দিয়েছেন—(সহসা শিশুকে সৈন্যের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া) আমি চল্লেম! যে আমাকে ধরবার জন্য এক পাও আস্‌বে, আমি তাকে কেটে টুক্‌র টুক্‌র করে ফেল্‌ব—

[শিশুকে লইয়া বেগে প্রস্থান।

কাল। যাও! যাও! এখনি ওর পিছনে পিছনে গিয়ে ঐ শিশুকে কেড়ে আন। কিন্তু ওকে কিছু বলোনা।

[ত্র্যম্বক, গণেশ ও মহারাষ্ট্র সৈন্যদিগের প্রস্থান।

উঃ! কি ভয়ানক তেজে যুদ্ধ কর্‌ছে দেখ। ধন্য বীর ভীমসিংহ!—একি! একি! আমার সৈন্যদিগকে যে ক্রমাগত কেটে ফেল্‌ছে!

(গণেশের পুনঃ প্রবেশ)

গণে। তিন জন সৈন্য ত কাটা পড়েছে। আপনার কথা রাখ্‌তে গেলে সকলেই কাটা পড়্‌বে বোধ হয়। এখন কি হুকুম হয়, বলুন। ও যদি একবার বনের ভিতর ঢুক্‌তে পারে, তা হলেই—

কাল। আর ক্ষমা করো না—যেমন করে পার, শিশুকে কেড়ে নিয়ে এস।

[গণেশের প্রস্থান।

এইবার কাবু হবে—তলোয়ারে না হয়, বন্দুকে হবে।—না, না, দেখ্‌ছি পালাচ্ছে যে!—এইবার আমার সওয়ারেরা দেখ্‌তে পেয়েছে, আর পালাবে কোথা?—এইবার পাহাড়ের পাশে গেছে, আর পালাতে পার্‌বে না।

(ভীমসিংহের শিশুকে লইয়া বৃক্ষসেতু পার হওন, ও সজোরে বৃক্ষটী টানিয়া লওন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গুলি বর্ষণ। একটী গুলি ভীমসিংহের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া যায়। ভীমসিংহের শিশুকে লইয়া দ্রুত পলায়ন।)

(গণেশ ও ত্র্যম্বকের পুনঃ প্রবেশ)

গণে। খুব পালিয়েছে! ছেলেটার, কি আপনার গায়ে একটা আঁচড় ও লাগ্‌তে দেয় নি!

ত্র্যম্ব। না, ওর খুব লেগেছে। আমি দেখেছি একটা গুলি ওর পাঁজরার ভিতর দিয়ে চলে গেছে। ও পড়্‌লেই মরবে।

কাল। তা হোক, কিন্তু বিজয়সিংহের ছেলেকে নিয়ে ত পালিয়েছে। হায়, হায়! আমি প্রতিশোধ নিতে আর পাল্লেম না!

গণে। সামান্য প্রতিশোধে কি হবে, চলুন, যা আসল প্রতিশোধ, তাই নেওয়া যাকৃগে। গুপ্তপথের অনুসন্ধান হয়েছে, এখন ওরা যেখানে ওদের স্ত্রীলোক আর ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রেখেছে, চলুন, একেবারে সেখানে গিয়ে আক্রমণ করা যাক্।

কাল। ঠিক বলেছ। গণেশ! তুমি এক কায করে দেখি। বাছা বাছা কতকগুলি সৈন্য নেও, নিয়ে চল ঐ পথ দিয়ে যাই। বেশী সৈন্যের প্রয়োজন করে না। আর এক কায কর। সুরজীকে বলে এস, আজ আমি ফিরে এসে লালবাইয়ের মাথা দেখ্‌তে চাই, যেন কোনমতে অন্যথা না হয়।

গণে। সবই ঠিক আছে, কেবল বাইজী বলেছেন, তাঁর একটী প্রার্থনা আছে।

কাল। আমি তার কোন প্রার্থনা শুন্‌তে চাই না।

গণে। না বেশী কিছু নয়, তিনি মরতে প্রস্তুত আছেন, কেবল বলেছেন, আপনি যে বেশে তাঁকে তাঁর পিত্রালয় হতে প্রথম এনেছিলেন, তিনি সেই বেশে মর্‌বেন।

কাল। তা যে বেশেই হোক, আমি যেন এসে আর তাকে জীবিত না দেখ্‌তে পাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাণা সংগ্রামসিংহের শিবির।

(সংগ্রামসিংহের প্রবেশ, পশ্চাতে নীলাঞ্জনা ও বিজয়সিংহ)

নীলা। মহারাজ! মহারাজ! আমার কাছ থেকে সরে যাবেন না। আপনাকে না দুঃখ জানালে, আর কার কাছে দুঃখের কথা বলব? দেখুন, আমার স্বামি ত আপনার জন্য যুদ্ধ কর্‌ছেন, আমার পুত্রকে এনে দিন, সেও, বড় হলে, আপনার জন্য যুদ্ধ কর্‌বে।

বিজ। আহা, প্রিয়তমে! তুমি জাননা, পুত্রশোকে বিহ্বলা হয়ে মহারাজের মনে কত কষ্ট দিচ্ছ! এতে তোমারও শোকের লাঘব হচ্ছে না, অথচ মহারাজের মনে দারুণ কষ্ট হচ্ছে।

নীলা। কেন, মহারাজ কি আমাদের রাজা নন? তবে কি তিনি আমার ছেলে এনে দিতে পারেন না?

রাণা। আহা–মা! যখন আমি কোন সৎকার্য্যের পুরস্কার দিতে পারি, তখনই কেবল বুঝতে পারি রাজা হওয়ায় কত সুখ; কিন্তু, যখন আবার পরের দুঃখ দেখে তা দূর করতে পারি না, তখন ভাবি, মানুষ কি দুর্ব্বল!

(নেপথ্যে সৈন্যগণ। ভীমসিংহ! ভীমসিংহ!)

(রক্তাক্ত কলেবর ভীমসিংহের নীলাঞ্জনার শিশু-ক্রোড়ে প্রবেশ—পশ্চাতে রাজপুত সৈন্যগণ)

ভীম। নীলাঞ্জনা! এই তোমার ছেলে নেও। (পুত্র প্রদান)

নীলা। এ কি! এ কি! বাছার গায়ে রক্ত কেন?

ভীম। ও—আমার—রক্ত।

বিজ। ও কি! ও কি! ভীমসিংহ! তুমি অমন করছ কেন? আঘাত কি সংঘাতিক?

ভীম। হাঁ—আমি—কেবল—নীলাঞ্জনা—

(পতন ও মৃত্যু)

(সসব্যস্তে বিহারীদাসের প্রবেশ)

বিহা। সর্ব্বনাশ হয়েছে! সর্ব্বনাশ হয়েছে! শত্রুর আমাদের গুপ্তপথের অনুসন্ধান পেয়ে দল বেঁধে এসে, স্ত্রীলোক আর ধন সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য সেখানে যে সৈন্যদল আছে তাদের আক্রমন করেছে!

রাণা। তবে আর কালবিলম্ব করো না। সৈন্যগণ! তোমরা

শীঘ্র চল। তোমাদের স্ত্রী পুত্র সব সেখানে আছে। প্রাণাধিক ভীমসিংহের মৃতদেহ পশ্চাতে নিয়ে এস, যেন বীরবরের মৃত্যু তোমাদের ক্রোধ উদ্দীপিত করতে সমর্থ হয়। আজকার যুদ্ধ ভীমসিংহের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য। আজ, হয় কালভোজ, না হয় আমার, শেষদিন। সকলে শীঘ্র এস।

[ভীমসিংহের মৃতদেহ পশ্চাতে লইয়া সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য—পর্ব্বত প্রদেশ।

(কালভোজ, ত্র্যম্বক, গণেশ, সুরজী ও কতিপয় মহারাষ্ট্র সৈন্যের প্রবেশ)

কাল। যদি শত্রুরা এসে আমাদের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করে, তা হলে না হয় আমরা সকলে তাদের মধ্যস্থলেই মরব। এখন ভীমসিংহ, আর বিজয়সিংহ কোথা?

(বিজয়সিংহ, বিহারিদাস ও অপরাপর রাজপুত সৈন্যের প্রবেশ)

বিজ। এই যে বিজয়সিংহ উপস্থিত আছে, আর ভীমসিংহের পরিবর্ত্তে বিজয়সিংহের তরবারি আছে।

কাল। তোদের সৈন্য সংখ্যা আমাদের চতুর্থ। আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বোধ হয় তোর সাহস হয় না?

বিজ। রাজপুত সৈন্যগণ! তোমরা সকলে একপাশ হও, আজ কেবল আমাতে, আর কালভোজে যুদ্ধ হবে, তোমরা সকলে দাঁড়িয়ে দেখ।

কাল। মহারাষ্ট্রগণ! তোমাদেরও ঐরূপ আজ্ঞা কর্‌ছি। তোমরা সকলে দাঁড়িয়ে দেখ।

(বিজয়সিংহ ও কালভোজের যুদ্ধ, বিজয়সিংহের পদস্খলন ও পতন)

কাল। রে বিশ্বাসঘাতক! এইবার তোর অন্তিম কাল উপস্থিত। এই বার তোর ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ কর্।

(বিজয়সিংহকে আঘাত করিতে তরবারি উত্তোলন; এমন সময়ে, যে বেশে পিত্রালয় হইতে আসিয়াছিল, সহসা লালবাইয়ের সেই বেশে প্রবেশ। কালভোজের সচকিতে ও বিস্ফারিত নেত্রে দৃষ্টি। ইত্যবসরে বিজয়সিংহের পুনরুত্থান, ও কালভোজের সাহত যুদ্ধ, ও কালভোজকে আঘাত। কালভোজের পতন ও মৃত্যু। রাজপুত সৈন্যগণের জয়ধ্বনি)

(সংগ্রামসিংহের প্রবেশ)

রাণা। ধন্য বীর বিজয়সিংহ! (আলিঙ্গন)

গণে। বিজয়সিংহ! আমরা পরাজয় স্বীকার কর্‌ছি, আমাদের কিছু বলো না; আমরা স্বদেশে ফিরে যাচ্ছি।

সুর। লালবাইকে জিজ্ঞাসা কর, আমি লালবাইয়ের [illegible] রক্ষা করেছি, আর লালবাই হঠাৎ এই বেশে আসাতে তোমারও প্রাণরক্ষা হয়েছে।

বিজ। তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা সকলে নির্ভয় হও।

(মহারাষ্ট্র সৈন্যদিগের অস্ত্রত্যাগ)

লাল। সুরজী যথার্থ বলেছে। কালভোজ কখনও ভাবে নি যে এ বেশে, এমন সময়ে, আমি এখানে আসব। কি জানি, মনে কি ভয়ানক উদ্বেগ জন্মাল, তাই এখানে ছুটে এলেম।

বিজ। মা কল্যানময়ি! তুমি আমার জীবন-দায়িনী। আমি, মহারাজ সংগ্রাম সিংহ, সমস্ত রাজপুত জাতি, তোমার কাছে যে কতদূর কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ, তা বলে কি জানাব? তোমার যদি অভিমত হয়, তা হলে এখানে—

লাল। না বিজয় সিংহ, আমি বড় পাপিষ্ঠা। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে, আর আমার সংসারে কোন প্রয়োজন নাই। এ জীবনের অবশিষ্ট কাল, দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় অতিবাহিত করব, মনস্থ করেছি। যদি কখনও সেই করুণাময়ের প্রসাদ লাভ করতে পারি, তা হলে, বিজয়সিংহ! সর্ব্বাগ্রে তোমার জন্য, তোমার প্রিয়তমা নিলাঞ্জনার জন্য, আর তোমার দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য—রাণা সংগ্রাম সিংহ! তোমার জন্য, আর তোমার রাজভক্ত প্রজাদিগের জন্য, তাঁর কাছে প্রার্থনা করব,—যেন পৃথিবীস্থ সকল সুখে তিনি তোমাদের সুখী করেন। সুরজি! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ—এইরূপ দয়া সকলকে দেখিও। মহারাষ্ট্রদিগের শিবিরে যে সকল নৈষ্ঠুর্য্য, অত্যাচার, পরপীড়ন, প্রভৃতির উদাহরণ পেয়েছ, সে সমস্ত ভুলে যাও।

মহারাষ্ট্রগণ! তোমরা স্বদেশে ফিরে যাও, গিয়ে তোমাদের পেশওয়াকে বলো, তাঁর ভ্রম হয়েছে। যশ, আর ক্ষমতালাভের উপায়, এরূপ নয়। বলো, যে ধনলিপ্সা, অত্যাচার, আর পরপীড়নে কোন জাতি কখনও উন্নতির সোপানে আরোহণ করে নি।

(প্রস্থান কালে কালভোজের মৃত দেহের প্রতি কাতরভাবে দৃষ্টিপাত)

[কালভোজের মৃতদেহ লইয়া ত্র্যম্বক, গণেশ, সুরজী, ও অপরাপর মহারাষ্ট্র সৈন্যগণের প্রস্থান।

বিজ। মহারাজ! মনে করবেন না আমি বিজয়োৎসবে বাধা দিচ্ছি, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে বীরবর ভীমসিংহের মৃত দেহের সৎকার আবশ্যক।

রাণা। অবশ্য, অবশ্য। চল প্রজাগণ, আজ আমাদের হরিষে বিষাদ!

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।